ত্রয়োদশ পারা

টীকা-১৩৫. যুলায়খাহ্‌র স্বীকারোক্তির পর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম একথা বলেছিলেন, "আমি আমার নির্দোষ হবার কথা এজন্যই প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম যেন আযীয এ কথা জেনে নেয় যে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আমি তার গৃহিণীর শ্লীনতা হানি করা থেকে বিরত রয়েছি এবং যে অপবাদ আমার বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে, আমি তা থেকে পবিত্র হই।" এরপর তাঁর পবিত্র খেয়াল এদিকে গেলো যে, 'এর মধ্যে তো নিজের দিকে পবিত্রতার সম্পর্ক ও স্বীয় পুণ্যের বিবরণ রয়েছে। এমনও যেন না হয় যে, এর মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রসাদের আভাস পাওয়া যাক।' এ কারণে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অতি বিনয় ও বিনম্রভাবে আরয করলেন, "আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা, আমি নিষ্পাপ হবার উপর গর্ব করছিনা এবং আমি পাপ থেকে মুক্তি পাওয়াকে স্বীয় আত্মার সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য স্থির করছিনা। মানব-মনের অবস্থা এই যে,

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ আপন যেই খাস-বান্দাকে স্বীয় দয়ায় নিষ্পাপ করেন, তবে তাঁর মন্দ কার্যাদি থেকে মুক্ত থাকা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারাই এবং 'নিষ্পাপ করা' তাঁরই করুণা।

টীকা-১৩৭. যখন বাদশাহ্ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জ্ঞান ও বিশ্বস্থতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তিনি তাঁর সুন্দর ধৈর্য ও শিষ্টাচার, কারাবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে অটল ও স্থির থাকা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাঁর অন্তরে তাঁর (হযরত য়ূসুফ) প্রতি অত্যন্ত গভীর বিশ্বাসের সঞ্চার হলো।

টীকা-১৩৮. এবং আমার খাস ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবো। সুতরাং বাদশাহ্ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের একটা দল উৎকৃষ্ট পরিবহন-জন্তু এবং শাহী সাজসজ্জার সামগ্রী এবং উন্নত পোষাক সহকারে কারাগারে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁরা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাজ দরবারে নিয়ে আসেন। তাঁরা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ্‌র পয়গাম আরয করলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং

৫৩. এবং আমি নিজেকে নির্দোষ বলছিনা (১৩৫)। নিশ্চয় প্রবৃত্তি তো মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা, কিন্তু যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন (১৩৬)। নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৩৭)।	وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٥٣
৫৪. এবং বাদশাহ্ বললো, 'তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো; আমি তাঁকে বিশেষ করে আমার জন্য নির্বাচিত করে নেবো (১৩৮)।' অতঃপর যখন তাঁর সাথে কথা বললো, তখন বললো, 'নিশ্চয় আজ আপনি আমাদের নিকট সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হলেন (১৩৯)।'	وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝٥٤

কারাগার থেকে বের হবার সময় বন্দীদের জন্য দো'আ করলেন।

কারাগার থেকে যখন বাইরে তাশরীফ আনলেন, তখন সেটার দরজায় লিখলেন-"এটা বিপজ্জনক ঘর, জীবিতদের কবর ও শত্রুদের তিরস্কার এবং সত্যবাদীদের পরীক্ষাস্থল।" অতঃপর গোসল করলেন এবং পোষাক পরিধান করলেন, রাজ দরবারের দিকে রওনা হলেন। যখন কিল্লার দরজায় পৌঁছলেন, তখন বললেন, "আমার প্রতিপালক আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁর আশ্রয় মহান, তাঁর প্রশংসা উচ্চ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই।" অতঃপর কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাদশাহ্‌র সম্মুখে পৌঁছে এ দো'আ করলেন, "হে প্রতিপালক! তোমার অনুগ্রহ থেকে তার মঙ্গল কামনা করছি এবং তার ও অন্যান্যদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" যখন বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি আরবী ভাষায় সালাম করলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন- "এটা কোন্ ভাষা?" তিনি বললেন, "এটা আমার চাচা হযরত ইসমাঈল-এর ভাষা।" অতঃপর তিনি তাঁকে হিব্রু ভাষায় দো'আ করলেন। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন- "এটা কোন্ ভাষা?" তিনি বললেন, "এটা আমার পিতৃপুরুষদের ভাষা।"

বাদশাহ্ উক্ত দু'টি ভাষায় কোনটাই বুঝতে পারেন নি, অথচ তিনি সত্তরটা ভাষা জানতেন। অতঃপর বাদশাহ যে ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন, তিনি সে ভাষায়ই তার জবাব দিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ত্রিশ বছর। এ বয়সে জ্ঞানের এই প্রশস্ততা দেখে বাদশাহ্ অত্যন্ত হতবাক হলেন এবং তিনি তাঁকে নিজের সমান মর্যাদা দিলেন।

টীকা-১৩৯. বাদশাহ্ দরখাস্ত করলেন যেন হযরত (য়ূসুফ) নিজেই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপন বরকতময় ভাষায়ই শুনিয়ে দেন। হযরত সেই স্বপ্নের পূর্ণ বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিলেন। এমনকি, যে যে অবস্থায় বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন তাও বলে দিলেন। অথচ এই স্বপ্ন ইতোপূর্বে তাঁকে সংক্ষেপে বলা হয়েছিলো। এটা শুনে বাদশাহ অতি আশ্চর্যান্বিত হলেন। আর বলতে লাগলেন, "আপনি যে আমার স্বপ্ন হুবহু বলে দিলেন! স্বপ্ন তো আশ্চর্যজনকই ছিলো, কিন্তু আপনার এভাবে বর্ণনা করা এর চেয়েও অধিক আশ্চর্যজনক। এখন এর ব্যাখ্যা এরশাদ করা হোক!" তিনি ব্যাখ্যা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, "এখন এটা আবশ্যকীয় যে, শস্য গুদামজাত করা হোক এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বছরগুলোতে অধিক পরিমাণে চাষাবাদ করানো হোক আর শস্যগুলো শীষ সহকারে সংরক্ষিত করা হোক এবং জনসাধারণের উৎপাদিত ফসল থেকেও এক পঞ্চমাংশ সংগ্রহ করা হোক। এ থেকে যা সংগৃহীত হবে তা মিশর ও মিশরের পার্শ্ববর্তী এলকার বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট হবে এবং এরপর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি চতুর্দিক থেকে তোমার নিকট শস্য ক্রয়ের জন্য আসবে। আর তোমার এখানে এমন বিশাল ধন-ভাণ্ডার ও সম্পদ সঞ্চিত হবে, যা তোমার পূর্ববর্তীদের জন্যও সঞ্চিত হয়নি।" বাদশাহ্ বললেন, "এর ব্যবস্থাপনা কে করবে?"

টীকা-১৪০. অর্থাৎ 'আপন রাজ্যের সমস্ত ধন-ভাণ্ডার আমার হাতে সোপর্দ করো।' বাদশাহ্ বললেন, "আপনার চেয়ে এর অধিক উপযোগী আর কে হতে পারে?" এবং তিনি তা মঞ্জুর করলেন।

মাসা-ইলঃ

হাদীসসমূহে নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়ায় নিষেধ এসেছে। এর অর্থ এই যে, যখন রাজ্যে উপযুক্ত লোক থাকে এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী কায়েম করার দায়িত্ব কোন এক ব্যক্তির উপর সীমাবদ্ধ না হয়, তখন নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়া মাকরূহ; কিন্তু যখন একমাত্র ব্যক্তিই উপযোগী হয় তখন তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম এই অবস্থায় ছিলেন যে, তিনি রসূল ছিলেন। উম্মতের মঙ্গলময় বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। একথা জানতেন যে, দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যাতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সুখ ও শান্তি বহাল করার এই একমাত্র উপায় যে, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর নিজের হাতেই নেবেন। এ কারণে, তিনি নেতৃত্বের প্রার্থী হয়েছিলেন।

মাস্‌আলাঃ যালিম বাদশাহ্‌র তরফ থেকে উচ্চপদ গ্রহণ করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে হলে, তা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ যদি দ্বীনের বিধানাবলী জারী করা, কাফির কিংবা ফাসিক বাদশাহ্ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদান ব্যতীত সম্ভবপর না হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ।

মাস্‌আলাঃ আত্মপ্রশংসা করা গর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে বৈধ নয়; কিন্তু অপরকে উপকৃত করা কিংবা সৃষ্টির প্রাপ্য সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যদি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়,তবে নিষিদ্ধ নয়। এ কারণেই হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বাদশাহ্‌কে বললেন, "আমি সুরক্ষক ও সুবিজ্ঞ।"

টীকা-১৪১. সবাই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। নেতৃত্বের প্রার্থী হওয়ার এক বছর পর বাদশাহ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে ডেকে তাঁর মাথায় মুকুট পরালেন আর তলোয়ার ও মোহর তাঁরই সামনে পেশ করলেন এবং তাঁকে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে বসালেন, যা বিভিন্ন মণি-মুক্তা দ্বারাও খচিত ছিলো এবং আপন রাজ্য তাঁকে সোপর্দ করলেন। আর ক্বিতফীর (মিশরের আযীয)কে অপসারিত করে তার স্থলে তাঁকে শাসক নিযুক্ত করলেন, সমস্ত ধন-ভাণ্ডার তাঁকেই সোপর্দ করলেন এবং রাজ্যের সমস্ত কার্যভার তাঁর হাতে ন্যাস্ত করলেন। আর নিজে একজন অনুগতের মতো হয়ে গেলেন, তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং তাঁর প্রত্যেক নির্দেশকে মেনে নিতেন।

৫৫. য়ূসুফ বললো, 'আমাকে রাজ্যের ধন-ভাণ্ডারসমূহের কর্তৃত্ব প্রদান করো। নিশ্চয় আমি সুরক্ষক, সুবিজ্ঞ হই (১৪০)।'	قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥
৫৬. এবংএভাবেই আমি য়ূসুফকে ঐ দেশের উপর ক্ষমতা দান করেছি এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করবে (১৪১)।	وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ

ঐ সময় মিশরের আযীযের ইন্তেকাল হলো। তাঁর ইন্তিকালের পর বাদশাহ্ যুলায়খাহ্‌র বিবাহ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাথে দিয়ে দিলেন। যখন য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম যুলায়খাহ্‌র নিকট পৌঁছলেন এবং তাকে বললেন, "এটা কি তা অপেক্ষা উত্তম নয়, যা তুমি চাচ্ছিলে?" যুলায়খাহ্ আরজ করলো, "হে মহান সত্যবাদী! আমাকে সুশ্রী ছিলাম, যুবতী ছিলাম। বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতাম। আর মিশরের আযীয স্ত্রীর সাথে কোন সম্পর্কই রাখতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই সৌন্দর্য দান করেছেন! আমার মন আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিষ্পাপ করেছেন। তাই আপনি পাপ-মুক্ত ছিলেন।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম যুলায়খাহ্‌কে কুমারী পেয়েছিলেন এবং তাঁর গর্ভে দু' সন্তান জন্মলাভ করে- আফরাসীম ও মীসা।

মিশরে তাঁর প্রশাসন-কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হলো। তিনি ন্যায় বিচারের ভিত্তিগুলো প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রত্যেক নারী-পুরুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মালো। তিনি দুর্ভিক্ষের সালগুলোর জন্য শস্যাদি গুদামজাত করার ব্যবস্থা করলেন। এ জন্য অনেক প্রশস্ত ও সুউচ্চ গুদাম নির্মাণ করালেন এবং প্রচুর শস্য ভাণ্ডার মওজুদ করলেন।

যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সালগুলো অতিবাহিত হয়ে দুর্ভিক্ষের যুগ আসলো, তখন তিনি বাদশাহ ও তাঁর সেবকদের জন্য প্রত্যহ শুধু এক বেলায় খাদ্য বরাদ্দ করে দিলেন। একদিন দুপুর বেলায় বাদশাহ হযরতের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, "এটা তো দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভিক কাল।" প্রথম সালে মানুষের নিকট যা মওজুদ ভাণ্ডার ছিলো সব শেষ হয়ে গেলো। বাজার শূন্য হয়ে রইলো। মিশরবাসী হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নিকট থেকে জিনিষপত্র কিনতে লাগলো। ফলে, তাদের সমস্ত দিরহাম-দিনার তাঁর নিকট এসে গেলো। ২য় বৎসর অলংকারাদির বিনিময়ে শস্য ক্রয় করলো। ফলে, সে সবও তাঁর নিকট এসে গেলো। জনসাধারণের নিকট অলংকার ও মণি-মুক্তা জাতীয় কোন বস্তু বাকী রইলোনা। ৩য় বৎসর চতুষ্পদ প্রাণী ও জীবজন্তু দিয়ে শস্য ক্রয় করলো আর রাজ্যের মধ্যে কেউ কোন পশুর মালিক রইলো না। ৪র্থ বৎসর খাদ্য শস্যের জন্যে সমস্ত ক্রীতদাস ও দাসী বিক্রি করে দিলো। ৫ম সালে সমস্ত জমি-জমা, আমলা ও জায়গীর বিক্রি করে হযরতের নিকট থেকে খাদ্য শস্য খরিদ করলো। ফলে, এসব কিছুও সৈয়্যদুনা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের নিকট পৌঁছে গেলো। ৬ষ্ঠ সালে যখন কিছুই রইলো না তখন তারা নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করে দিলো। এভাবে খাদ্য শস্য ক্রয় করে দিনাতিপাত করলো। ৭ম সালে সে সব লোক নিজেরাই বিক্রিত হয়ে গেলো এবং ক্রীতদাস হয়ে গেলো। ফলে, মিশরে কোন আযাদ নারী কিংবা পুরুষই অবশিষ্ট ছিলো না। যে পুরুষ ছিলো সে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের ক্রীতদাস ছিলো। যে নারী ছিলো সে তাঁরই দাসী ছিলো। আর সমস্ত লোকের মুখে এই বাক্য ছিলো, "হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের মতো বড়ত্ব ও মহত্ব কখনো কোন বাদশাহ্‌র ভাগ্যে জোটেনি।" হযরত

য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম বাদশাহ্কে বললেন, "তুমি দেখলে তো আমার উপর আল্লাহ্‌র কেমন দয়া রয়েছে? তিনি আমার প্রতি এমন মহা অনুগ্রহ করেছেন! এখন তাঁর সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত?" বাদশাহ্ বললেন, "আপনার অভিমতই আমার অভিমত। আমরা আপনারই অনুগত।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমাকে সাক্ষী করছি এ মর্মে যে, আমি সমস্ত মিশরবাসীকে আযাদ করে দিলাম এবং তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ এবং জমি ও জায়গীর ফেরৎ দিলাম।"

তখনকার যুগে হযরত কখনো পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেন নি। তাঁর খেদমতে আরয করা হলো, "এত বড় ধন-ভাণ্ডারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আপনি অনাহারে যাপন করেছেন?" তিনি বললেন, "এ আশংকায় যে, আমি এদিকে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলে কখনো ক্ষুধার্তদেরকে ভুলে যাই কিনা, তাই।" সুব্হানাল্লাহ্! (আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা!) কতই পবিত্র চরিত্র!

তাফসীরকারকগণ বলেন, মিশরের সমস্ত নারী-পুরুষকে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এ রহস্যই নিহিত ছিলো যে, এতে কারো পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকছে না যে, 'হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম দাস হিসেবেই (অবস্থা) এসেছিলেন, মিশরের এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন;' বরং সমস্ত মিশরীই তাঁর ক্রীতদাস এবংআযাদকৃত। আর হযরত য়ূসুফ যে এ অবস্থার উপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন তার এ প্রতিদানই দেয়া হয়েছে।

টীকা-১৪২. অর্থাৎ রাজ্য, ধন-দৌলত ও নবূয়ত

টীকা-১৪৩. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের জন্য পরকালের প্রতিদান, তা অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুনিয়ায় দান করেছেন। ইবনে 'উয়ায়নাহ্ বলেন, "মু'মিন আপন সৎকর্মসমূহের প্রতিফল দুনিয়া ও আখিরাত– উভয়ের মধ্যে পেয়ে থাকেন। আর কাফির যা কিছু পায় কেবল দুনিয়াতেই পায়। আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।"

তাফসীরকারকরা বর্ণনা করেন যে, যখন দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করলো এবং মহাবিপদ ব্যাপক আকারে দেখা দিলো, সমস্ত দেশ ও শহর দুর্ভিক্ষের কঠিনতর মুসীবতে আক্রান্ত হলো এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য মিশর পৌঁছতে লাগলো, তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম কাউকেও এক উটের বোঝার অধিক খাদ্য-শস্য দিতেন না; যাতে সমতা বজায় থাকে এবং সবারই বিপদ দূরীভূত হয়। দুর্ভিক্ষরূপী মুসীবত যেমন মিশর ও অন্যান্য দেশে এসেছিলো তেমনি কিন'আনেও এসেছিলো। তখন হযরত য়া'ক্বূব আলায়হিস্ সালাম বিন-ইয়ামীনকে ছাড়া তাঁর দশ পুত্রকে খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য মিশর পাঠিয়েছিলেন।

আমি আপন দয়া (১৪২) যাকে ইচ্ছা পৌঁছাই এবং আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।	نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾
৫৭. এবং নিশ্চয় পরকালের পুরস্কার তাদেরই জন্য উত্তম, যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেয্গার রয়েছে (১৪৩)।	وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

রুকূ' – আট

৫৮. এবং য়ূসুফের ভ্রাতাগণ আসলো অতঃপর তার নিকট উপস্থিত হলো। তখন য়ূসুফ তাদেরকে (১৪৪) চিনে ফেললো এবং তারা তাকে চিনতে পারলো না (১৪৫)।	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿٥٨﴾
৫৯. এবং যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে	وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ

টীকা-১৪৪. দেখতেই

টীকা-১৪৫. কেননা, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং তাদের ধারণা ছিলো যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের হয়তো ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর এখানে তিনি বাদশাহ্‌র সিংহাসনে শাহী পোষাকে শান-শওকত সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন। এ কারণে, তারা তাঁকে চিনতে পারেনি এবং তাঁর সাথে তারা হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বললো। তিনিও সেই ভাষায় জবাব দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কারা?" তারা আরয করলো, "আমরা সিরিয়ার অধিবাসী। যেই মুসীবতে দুনিয়া আক্রান্ত, আমরাও তার শিকার হয়েছি। তাই আপনার নিকট রসদ ক্রয়ের জন্য এসেছি।" তিনি বললেন, "তোমরা কোন গুপ্তচর নওতো?" তারা বললো, "আমরা আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমরা গুপ্তচর নই। আমরা সবাই পরস্পর ভাই, একই পিতার সন্তান। আমাদের পিতা বড়ই বুযর্গ, বয়োঃবৃদ্ধ ও সত্যবাদী। তাঁর পবিত্র নাম হযরত য়া'ক্বূব। তিনি আল্লাহ্‌র নবী।"

তিনি বললেন, "তোমরা কয় ভাই?" তারা বলতে লাগলো, "ছিলাম তো আমরা বার জন। কিন্তু আমাদের এক ভাই আমাদের সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলো, সেখানে মৃত্যুবরণ করেছে এবং সে পিতা মহোদয়ের নিকট আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলো।" তিনি বললেন, "এখন তোমরা কয়জন আছো?" আরয করলো, "দশ জন।" তিনি বললেন, "একাদশ কোথায়?" তারা বললো, "সে পিতা মহোদয়ের নিকট আছে।" কেননা, যে মৃত্যুবরণ করেছে সে তারই সহোদর ছিলো। এখন পিতা মহোদয় তারই মাধ্যমে কিছুটা শান্তনা পান।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম তাঁর ভাইদের প্রতি খুবই সম্মান দেখালেন এবং অতি যত্ন সহকারে তাদের আতিথেয়তা করলেন।

قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

দিলো (১৪৬) তখন বললো, তোমাদের সৎ ভাই (১৪৭)-কে আমার নিকট নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছোনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিচ্ছি (১৪৮) এবং আমি সবার চেয়ে উত্তম অতিথিপরায়ণ?

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬০. অতঃপর যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আসো, তবে তোমাদের জন্য আমার এখানে কোন পরিমাপ (বরাদ্ধ) নেই এবং আমার নিকটে এসো না।'

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. (তারা) বললো, 'আমরা এর কামনা করবো তার পিতার নিকট এবং অবশ্যই এটা আমাদের করা উচিৎ।'

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং য়ূসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বললো, 'তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য তাদেরই (মালপত্রের) ঝুলির মধ্যে রেখে দাও (১৪৯) হয়ত তারা এটা বুঝতে পারবে যখন তারা আপন ঘরের দিকে ফিরে যাবে (১৫০), হয়ত তারা ফিরে আসবে।'

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলো (১৫১), তখন বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য-শস্য (-এর বরাদ্দ) নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (১৫২); সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা রসদ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো।'

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বললো, 'আমি কি এর সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনই বিশ্বাস করবো, যেমন পূর্বে তার ভাই সম্বন্ধে করেছিলাম (১৫৩)? সুতরাং আল্লাহ্ সর্বাধিক উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনি সব দয়ালুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. এবং যখন তারা তাদের মাল পত্র খুললো, তখন তারা তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য) দেখতে পেলো যে, তাদেরকে ফেরৎদেয়া হয়েছে; এবং তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! এখন আর কি চাইবো– এই হচ্ছে আমাদের মূলধন (পণ্যমূল্য), যা আমাদেরকে ফেরৎদেয়া হয়েছে; এবং আমরা আমাদের ঘরের জন্য খাদ্য-সামগ্রী আনবো এবং আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবো আর আমরা অতিরিক্ত আরেক উষ্ট্র-বোঝাই পণ্য পাবো, এ দান বাদশাহ্র সম্মুখে কিছুই নয় (১৫৪)।'

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ

৬৬. বললো, 'আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না, যতক্ষণ না তোমরা আমার নিকট আল্লাহ্র নামে এ অঙ্গীকার করো (১৫৫)

টীকা-১৪৬. প্রত্যেকের উষ্ট্র বোঝাই ভর্তি করে দিলেন এবং সফর সামগ্রীও দিয়ে দিলেন।

টীকা-১৪৭. অর্থাৎ বিন্-ইয়ামীন।

টীকা-১৪৮. তাকে নিয়ে আসলে এক উষ্ট্র বোঝাই শস্য তার অংশের অতিরিক্ত দেবো।

টীকা-১৪৯. যা তারা মূল্য হিসেবে দিয়েছিলো; যাতে তারা যখন সামগ্রীগুলো খুলবে তখন তাদের মূলধন (পণ্যমূল্য) তারা পেয়ে যায়। আর দুর্ভিক্ষের সময় তাদের কাজে আসে। আর তা যেন গোপনভাবেই তাদের নিকট পৌঁছে, যাতে তারা তা গ্রহণে লজ্জাবোধ না করে। আর তাঁর এ বদান্যতা ও উপকার করা দ্বিতীয়বার আসার প্রতি তাদের উৎসাহেরও কারণ হয়।

টীকা-১৫০. এবং তা ফেরৎ দেয়া আবশ্যকীয় মনে করে।

টীকা-১৫১. এবং বাদশাহ্র সদ্ব্যবহার ও তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করলো। তারা বললো, "তিনি আমাদের প্রতি এমন সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করেন যে, যদি আপনার সন্তানদের মধ্যেও কেউ হতো তবুও এমন করতে পারতো না।" তিনি বললেন, "এখন যদি তোমরা মিশরের বাদশাহ্র নিকট যাও তবে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে। আর বলিও, আমাদের পিতা তোমার জন্য এমন সদ্ব্যবহারের কারণে মঙ্গলের দো'আ করছেন।"

টীকা-১৫২. যদি আপনি আমাদের ভাই বিন্-ইয়ামীনকে আমাদের সাথে প্রেরণ না করেন তবে রসদ পাওয়া যাবে না।

টীকা-১৫৩. তখনও তোমরা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলে।

টীকা-১৫৪. কেননা, তিনি এর চেয়ে অধিক অনুগ্রহ করেছেন।

টীকা-১৫৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে শপথ না করো,

টীকা-১৫৬. এবং তাকে নিয়ে আসা তোমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে যায়।

টীকা-১৫৭. হযরত য়া'কূব আল্লায়হিস সালাম,

টীকা-১৫৮. মিশরে

টীকা-১৫৯. যাতে তোমরা অশুভ দৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকো।

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে বর্ণিত হয় যে, 'অশুভ দৃষ্টির প্রভাব সত্য।'

প্রথমবার হযরত য়া'কূব আল্লায়হিস সালাম এটা বলেন নি। কারণ, তখনো পর্যন্ত কেউ এ কথা জানতো না যে, এরা সবাই পরস্পর ভাই এবং এক পিতারই সন্তান। কিন্তু এখন যেহেতু অবগত হয়েছে, সেহেতু অশুভ দৃষ্টির প্রভাব পড়ার আশংকা রয়েছে। এ কারণে, তিনি পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিপদাপদ থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা নবীগণেরই সুন্নাত এবং এর সাথেই তিনি বিষয়টাকে আল্লাহর নির্দেশের উপর অর্পণ করেছেন যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও নির্ভর ও ভরসা আল্লাহর উপরই। নিজের তদবীর বা কলাকৌশলের উপর ভরসা নেই।

لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

যে, অবশ্যই তোমরা তাকে নিয়ে আসবে; কিন্তু এ যে, তোমরা (যদি) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ো (১৫৬)।' অতঃপর যখন তারা য়া'কূবের নিকট প্রতিজ্ঞা করলো তখন বললো- (১৫৭), 'আল্লাহ্‌রই যিম্মা এ কথারই উপর, যা আমরা বলছি।'

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং বললো, 'হে আমার পুত্রগণ(১৫৮)! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না এবং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে (১৫৯)। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বাঁচাতে পারি না (১৬০)। নির্দেশ তো সব আল্লাহ্‌রই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি; এবং ভরসাকারীদের তাঁরই উপর ভরসা করা উচিৎ।'

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং যখন তারা প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা নির্দেশ দিয়েছিলো (১৬১); সেতো তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে কিছুই রক্ষা করতে পারতো না; তবে হাঁ, য়া'কূবের অন্তরের একটা অভিপ্রায় ছিলো, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছে এবং নিশ্চয় সে জ্ঞানী, আমার শিক্ষা দানের ফলে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা (১৬২)।

রুকূ' - নয়

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. এবং যখন তারা য়ূসুফের নিকট গেলো (১৬৩), তখন সে আপন সহোদরকে নিজের পাশে স্থান দিলো (১৬৪), বললো, 'বিশ্বাস করো আমিই তোমার সহোদর (১৬৫) হই, সুতরাং এরা যা কিছু করছে তার জন্য দুঃখ করোনা (১৬৬)।'

টীকা-১৬০. অর্থাৎ অদৃষ্টের লিখন তদবীর দ্বারা হটানো যায় না।

টীকা-১৬১. অর্থাৎ শহরের বিভিন্ন ফটক দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ করবে।

টীকা-১৬২. আল্লাহ তা'আলা আপন মনোনীত বান্দাদেরকে যে জ্ঞান দেন।

টীকা-১৬৩. এবং তারা বললো, "আমরা আপনার নিকট আমাদের ভাই বিন্‌-ইয়ামীনকে নিয়ে এসেছি।" তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম বললেন, "তোমরা খুব ভাল করেছো।" অতঃপর তাদেরকে সসম্মানে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং স্থানে স্থানে খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। প্রত্যেক দস্তরখানায় দু'জন করে বসানো হলো। বিন্‌-ইয়ামীন একা রয়ে গেলো। তখন তিনি কেঁদে ফেললেন, আর বলতে লাগলেন, "আজ যদি আমার ভাই য়ূসুফ (আলায়হিস সালাম) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমাকে সাথে নিয়ে বসতেন।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, "তোমাদের এক ভাই তো একাকী রয়ে গেলো।" তিনি বিন্‌-ইয়ামীনকে আপন দস্তরখানায় বসালেন।

টীকা-১৬৪. এবং বললেন, "তোমার মৃত ভাইয়ের স্থানে আমি তোমার ভাই হয়ে গেলে কি তুমি তা পছন্দ করবে?" বিন্‌-ইয়ামীন বললেন, "আপনার মতো ভাই কয় জনেরই ভাগ্যে জোটে; কিন্তু য়া'কূব আলায়হিস সালামের সন্তান এবং রাহীল (হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের আম্মাজান)-এর চোখের জ্যোতি হওয়া আপনার পক্ষে কিভাবে সম্ভব?" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম কেঁদে ফেললেন এবং বিন্‌-ইয়ামীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং

টীকা-১৬৫. য়ূসুফ আলায়হিস সালাম

টীকা-১৬৬. নিশ্চয়, আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে কল্যাণ সহকারে একত্রিত করেছেন। তবে, এ রহস্য ভাইদের নিকট উদ্‌ঘাটন করোনা। এটা শুনে বিন্‌-ইয়ামীন খুশীতে আত্মহারা হন এবং হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে বলতে লাগলেন, "এখন থেকে আমি আপনার সঙ্গ ছাড়বো না।" তিনি বললেন, "পিতা মহোদয় আমার বিচ্ছেদের ফলে মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন। যদি আমি তোমাকেও রুখে দিই, তবে তিনি আরো বেশী দুঃখ পাবেন।

তা ছাড়া, তোমার প্রতি কোন অপবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাকে রুখে রাখার অন্য কোন উপায়ও নেই।" বিন্‌-ইয়ামীন বললেন, "এতে কোন অসুবিধা নেই।"

টীকা-১৬৭. এবং প্রত্যেককে এক একটা উটের বোঝাই রসদ দিয়ে দিলেন আর এক উটের বোঝাই রসদ বিন্‌-ইয়ামীনের নামে নির্দিষ্ট করে দিলেন।

টীকা-১৬৮. যা বাদশাহ্‌রই পান-পাত্র, স্বর্ণ ও মণি-মুক্তায় খচিত ছিলো এবং তখন তা দ্বারা খাদ্য-শস্য মাপা হতো। এ পান-পাত্রটা বিন্‌-ইয়ামীনের হাওদার মধ্যে রেখে দেয়া হলো। আর কাফেলা কিন'আনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যখন তারা শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছলো তখন গুদামের কর্মচারীরা জানতে পারলো যে, পেয়ালা (সেখানে) নেই। তাদের ধারণায় এটাই আসলো যে, সেটা ঐ কাফেলার লোকেরাই নিয়ে গেছে। তারা এটা তালাশ করার জন্য লোক পাঠালো।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. অতঃপর যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলো (১৬৭), তখন পেয়ালা সে আপন সহোদরের হাওদার মধ্যে রেখে দিলো (১৬৮), অতঃপর এক ঘোষক চিৎকার করে বললো, 'হে যাত্রীদল! নিশ্চয় তোমরা চোর।'

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾

৭১. তারা বললো, এবং তাদের দিকে মুখ ফেরালো, 'তোমরা কি পাচ্ছো না?'

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

৭২. (তারা) বললো, 'বাদশাহ্‌র পরিমাপ - পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং যে তা এনে দেবে তার জন্য এক উষ্ট্র-বোঝাই মাল রয়েছে এবং আমি সেটার জামিন হই।'

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা ভালভাবে জানো যে, আমরা যমীনে ফ্যাসাদ করার জন্য আসিনি এবং না আমরা চোর হই।'

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা বললো, 'তবে এর কি শাস্তি, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও (১৬৯)?'

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (তারা) বললো, 'এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে-ই এর পরিণামে দাস হয়ে থাকবে (১৭০)। আমাদের এখানে যালিমদের এই শাস্তি (১৭১)।'

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৬. অতঃপর সে প্রথমে তাদের থলে থেকে তল্লাশী শুরু করলো আপন ভাই (১৭২)-এর থলের পূর্বে। অতঃপর সেটা তার ভাইয়ের থলে থেকে বের করে নিলো (১৭৩)। আমি য়ূসুফকে এই কৌশল বলে দিয়েছি (১৭৪)। বাদশাহী আইনের মধ্যে তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না তার সহোদরকে আটক করা (১৭৫), কিন্তু এ যে, যদি আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন (১৭৬)। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদাসমূহে উন্নীত করি (১৭৭)। এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর একজন অধিক জ্ঞানী আছেন (১৭৮)।

টীকা-১৬৯. এ কথায় এবং পান-পাত্র (পেয়ালা) তোমাদের নিকট যদি পাওয়া যায়?

টীকা-১৭০. এবং হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের শরীয়তে চুরির এই শাস্তিই নির্ধারিত ছিলো; সুতরাং তারা বললো–

টীকা-১৭১. অতঃপর এই কাফেলাকে মিশরে আনা হলো এবং তাদেরকে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের দরবারে হাযির করা হলো।

টীকা-১৭২. অর্থাৎ বিন্‌-ইয়ামীন

টীকা-১৭৩. অর্থাৎ বিন্‌-ইয়ামীনের থলে থেকে পানপাত্র বেরিয়ে এলো।

টীকা-১৭৪. তাঁর ভাইকে রুখে দেয়ার। তা হলো– এই ব্যাপারে ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যেন তারা হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের শরীয়তের হুকুম বলে দেয়; যার কারণে ভাইকে পাওয়া যেতে পারে।

টীকা-১৭৫. কেননা, মিশরের বাদশাহ্‌র আইনে চুরির শাস্তি 'প্রহার করা' এবং দ্বিগুণ মাল উশূল করে নেয়াই নির্দ্ধারিত ছিলো।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ এ কথা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে হয়েছে যে, তাঁর অন্তরে জাগিয়ে দিলেন, 'শাস্তি ভ্রাতাগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের অন্তরেও জাগিয়ে দিলেন যেন তারা সুন্নাত মোতাবেক জবাব দেয়।'

টীকা-১৭৭. জ্ঞানে। যেমন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন।

টীকা-১৭৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর তাঁর অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী থাকেন।" শেষ পর্যন্ত এ সিল্‌সিলা (পরম্পরা) আল্লাহ্‌ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁর জ্ঞান সবার জ্ঞান অপেক্ষা অধিক।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ভ্রাতাগণ জ্ঞানী ছিলো। আর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাদের চেয়েও অধিকতর জ্ঞানী ছিলেন। যখন পান-পাত্র বিন্‌-ইয়ামীনের মালপত্র থেকে বের করা হলো, তখন ভাইয়েরা লজ্জিত হয়েছিলো এবং তারা মাথা নীচু করে নিলো।

টীকা-১৭৯. অর্থাৎ মালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র পাওয়া যাওয়ায় মালপত্রের মালিকই যে চুরি করেছে, তা নিশ্চিত নয়; কিন্তু যদি এ কাজটা তারই হয় তবে,

টীকা-১৮০. অর্থাৎ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। আর যে কাজটাকে চুরি স্থির করে তা হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের প্রতি সম্পৃক্ত করেছে, সে ঘটনাটা এই ছিলো যে, হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের নানার একটা মূর্তি ছিলো, যার সে পূজা করতো। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম গোপনে মূর্তিটা নিলেন এবং ভেঙ্গে রাস্তায় ময়লা-আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিলেন। এটা প্রকৃতপক্ষে চুরি ছিলোনা; মূর্তি পূজাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্যই ছিলো। তাঁর ভাইদের এটা উল্লেখ করার পেছনে উদ্দেশ্য একথা বলা, "আমরা বিন্-ইয়ামীনের সৎ ভাই। এ কাজ (চুরি) যদি সম্পাদিতই হয়ে থাকে তবে তা হয়ত বিন্-ইয়ামীনেরই হবে, না আমরা তাতে অংশগ্রহণ করেছি, না সে সম্পর্কে অবহিত আছি।"

৭৭. ভ্রাতাগণ বললো, 'যদি সে চুরি করে (১৭৯) তবে নিশ্চয় এর পূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিলো (১৮০)।' তখন য়ূসুফ একথা নিজের মনে গোপন রাখলো এবং তাদের নিকট প্রকাশ করেনি, মনে মনে বললো, 'তোমরা তো মর্যাদায় হীনতর (১৮১) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যে কথা তোমরা রচনা করছো।'

৭৮. (তারা) বললো, 'হে আযীয! তার এক পিতা আছেন- অতিশয় বৃদ্ধ (১৮২); সুতরাং আমাদের একজনকে তার স্থলে রেখে দিন। নিশ্চয়, আমরা আপনার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করছি।'

৭৯. বললো (১৮৩), 'আল্লাহ্রই শরণ নিচ্ছি এ থেকে যে, আমরা, যার নিকট আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে রাখবো (১৮৪)। এরূপ করলে তো আমরা যালিম হয়ে যাবো।'

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ
مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ
مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٧﴾

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا
كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ
مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا
مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

রুকূ' – দশ

৮০. অতঃপর যখন তার নিকট থেকে নিরাশ হলো, তখন তারা নির্জনে গিয়ে কানাঘুষা করতে লাগলো। তাদের বড় ভাই বললো, 'তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং ইতোপূর্বে য়ূসুফের ব্যাপারে তোমরা কেমন ত্রুটি করেছিলে? সুতরাং আমি কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করবো না, যতক্ষণ না আমার পিতা (১৮৫) আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দেন (১৮৬) এবং তাঁর নির্দেশ সবচেয়ে উত্তম।'

৮১. 'তোমরা নিজ পিতার নিকট ফিরে যাও অতঃপর আরয করো, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় আপনার পুত্র চুরি করেছে (১৮৭) এবং আমরা তো এতটুকু কথারই সাক্ষী হয়েছিলাম যতটুকু আমাদের জানে ছিলো (১৮৮) এবং আমরা অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিলাম না (১৮৯)।

৮২. এবং ঐ বস্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন যার মধ্যে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যার সাথে আমরা এসেছি। এবং আমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী (১৯০)।'

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۗ قَالَ
كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ
اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ
قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ
اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ
يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾

اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا
عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ
الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

টীকা-১৮১. তার চেয়েও, যার প্রতি তোমরা চুরির সম্পর্ক করছো। কেননা, চুরির সম্পর্ক হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস সালাম)-এর প্রতি তো ভুলই। সেই কাজটা তো 'শির্ককে বাতিল প্রমাণ করা' এবং ইবাদতই ছিলো। আর তোমরা যা য়ূসুফের সাথে করেছো তা ছিলো মারাত্মক সীমালংঘন।

টীকা-১৮২. তাকে খুব ভালবাসে এবং তাকে নিয়েই তাঁর অন্তরের শান্তনা রয়েছে;

টীকা-১৮৩. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-১৮৪. কেননা, তোমাদের ফয়সালা মোতাবেক, আমি তাকেই রাখার উপযোগী হলাম, যার হাওদার মধ্যে আমাদের মাল পাওয়া গেছে; যদি আমরা তার পরিবর্তে অন্য কাউকে রাখি,

টীকা-১৮৫. আমার নিকট ফিরে আসার

টীকা-১৮৬. আমার ভাইকে মুক্তি দিয়ে কিংবা তাকে ছেড়ে তোমাদের সাথে চলে যাওয়ার।

টীকা-১৮৭. অর্থাৎ তাঁর প্রতি চুরির সম্পর্ক রচনা করা হয়েছে।

টীকা-১৮৮. অর্থাৎ পান-পাত্র তার হাওদার মধ্যে পাওয়া গেছে।

টীকা-১৮৯. এবং আমরা জানতাম না যে, এ ধরণের কোন ঘটনা ঘটে যাবে। প্রকৃত অবস্থা কি, আল্লাহ্ই জানেন আর

পান-পাত্রটাওবা কিভাবে বিন্-ইয়ামীনের মাল-পত্র থেকে বেরিয়ে আসলো!

টীকা-১৯০. অতঃপর এ সব লোক তাদের পিতার নিকট ফিরে আসলো এবং সফরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছিলো তার সংবাদ দিলো এবং বড়ভাইও যা কিছু বলেছিলো তাও পিতার নিকট আরয করলো।

টীকা-১৯১. হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম বললেন, "বিন্-ইয়ামীনের দিকে চুরির সম্পর্ক করা ভিত্তিহীন এবং চুরির সাজা যে, গোলাম বানানো তাও কে জানে, যদি তোমরা ফতোয়া না দিতে এবং তোমরাই যদি না বলতে, তবে-

টীকা-১৯২. অর্থাৎ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামকে এবং তাঁর দু' ভাইকে।

টীকা-১৯৩. হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম বিন্-ইয়ামীনের খবর শুনে; এবং তাঁর মনস্তাপ ও দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছলো

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

৮৩. বললো (১৯১), 'তোমাদের মন তোমাদের জন্য কোন বাহানা তৈরী করে দিয়েছে; সুতরাং ধৈর্যই শ্রেয়, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করাবেন (১৯২)। নিশ্চয় তিনি-ই সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. এবং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো (১৯৩) এবং বললো, 'হায় আফসোস য়ূসুফের বিচ্ছেদের জন্য! এবং তার চক্ষুদ্বয় শোকে সাদা হয়ে গেলো (১৯৪)। সে রাগ সংবরণ করছিলো।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. বললো (১৯৫), 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি সব সময় য়ূসুফকে স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি কবরের পার্শ্বে গিয়ে লাগবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।'

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. বললো, 'আমি তো আমার বেদনা ও দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ্রই নিকট করছি (১৯৬) এবং আল্লাহ্র ঐ সব মহিমা আমার জানা আছে, যেগুলো তোমরা জানোনা (১৯৭)।

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে আমার পুত্ররা! যাও য়ূসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহ্র দয়া থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্র দয়া থেকে নিরাশ হয়না, কিন্তু কাফিরগণ (১৯৮)।'

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অতঃপর যখন তারা য়ূসুফের নিকট পৌঁছলো, তখন বললো, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি (১৯৯) এবং আমরা তুচ্ছ পণ্যমূল্য নিয়ে এসেছি (২০০); সুতরাং আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন (২০১) এবং আমাদেরকে দান করুন (২০২)! নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে

টীকা-১৯৪. কাঁদতে কাঁদতে চক্ষুমণির কালো রং চলে গেলো এবং দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে গেলো। হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর বিচ্ছেদের মধ্যে হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম দীর্ঘ আশি বছর কাঁদতে থাকেন। আর প্রিয়জনদের বিষাদে ক্রন্দন করা যদি বানোয়াট ও লোক-দেখানোর জন্য না হয় এবং তৎসঙ্গে আল্লাহ্র প্রতি দোষারোপ ও ধৈর্যহীনতা পাওয়া না যায়, তবে তা রহমত। দুঃখের ঐ দিনগুলোতে হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের বরকতময় মুখে কখনো কোন অস্থিরতাপূর্ণ বাক্য উচ্চারিত হয়নি।

টীকা-১৯৫. হযরত য়ূসুফের ভাইয়েরা আপন পিতাকে,

টীকা-১৯৬. তোমাদের কিংবা অন্য কারো নিকট নয়

টীকা-১৯৭. এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জানতেন যে, য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম জীবিত আছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করতেন। আর একথাও জানতেন যে, তাঁর স্বপ্ন সত্য, অবশ্যই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। একটা বর্ণনা এও এসেছে যে, তিনি হযরত 'মালাকুল মওত'কে জিজ্ঞাসা করেছেন, "তুমি কি আমার পুত্র য়ূসুফের রূহ হনন করেছো?" তিনি আরয করলেন, "না"। এতেও তিনি তাঁর জীবিত থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেন,

টীকা-১৯৮. এ'কথা শুনে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভ্রাতাগণ আবার মিশরের দিকে রওনা হলো।

টীকা-১৯৯. অর্থাৎ অভাব ও ক্ষুধার কষ্ট এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া।

টীকা-২০০. তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট, যা কোন ব্যবসায়ী পণ্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে না। তা ছিলো কয়েকটা অচল দিরহাম এবং ঘরের আসবাব পত্রের কয়েকটা পুরাতন জীর্ণশীর্ণ বস্তু মাত্র।

টীকা-২০১. যেমন খাঁটি মুদ্রার বিনিময়ে দিতেন।

টীকা-২০২. ত্রুটিযুক্ত মূলধন গ্রহণ করে।

টীকা-২০৩. তাদের এ অবস্থা শুনে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং মুক্তাবর্ষী চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো এবং

টীকা-২০৪. অর্থাৎ হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে প্রহার করা, কূপে নিক্ষেপ করা, বিক্রি করা, পিতার নিকট থেকে বিচ্ছেদ ঘটানো এবং এরপর তাঁর ভাইকে কোন্ঠাসা করা ও মানসিকভাবে কষ্ট দেয়ার কথা তোমাদের স্মরণ আছে কি? একথা বলে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র মুখে মুচ্‌কি হাসি আসলো এবং তাঁরা তার মুক্তা-সদৃশ দন্দান মোবারকের সৌন্দর্য দেখে চিনতে পারলো যে, এ'তো য়ূসুফী রূপেরই মহিমা!

পুরস্কৃত করেন (২০৩)।'

৮৯. বললো, 'কিছু খবর আছে কি, তোমরা য়ূসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে (২০৪)?'

৯০. তারা বললো, 'তবে কি সত্যি সত্যি আপনি-ই য়ূসুফ?' বললো, 'আমিই য়ূসুফ এবং এ-ই আমার সহোদর; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২০৫)। নিশ্চয় যে ব্যক্তি পরহেয্‌গারী ও ধৈর্য ধারণ করে, তবে আল্লাহ্ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না (২০৬)।'

৯১. তারা বললো, 'আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম (২০৭)।'

৯২. বললো, 'আজ (২০৮) তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবেনা। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সমস্ত দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু (২০৯)।

৯৩. আমার এই জামা নিয়ে যাও (২১০)। এটা আমার পিতার মুখ-মণ্ডলের উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকলকে আমার নিকট নিয়ে এসো।'

রুকূ' - এগার

৯৪. যখন কাফেলা মিশর থেকে বের হয়ে পড়লো (২১১), এখানে তাদের পিতা (২১২) বললো, 'নিশ্চয় আমি য়ূসুফের খুশবু পাচ্ছি, যদি আমাকে তোমরা এ কথা না বলো যে, আমার স্বাভাবিক অবস্থা লোপ পেয়েছে।'

৯৫. পুত্রগণ বললো, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আপনার ঐ পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন (২১৩)।'

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো (২১৪)

قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾

قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾

فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ

টীকা-২০৫. আমাদেরকে বিচ্ছেদের পর নিরাপদে মিলিত করেছেন এবং দুনিয়া ও দ্বীনের অনুগ্রহরাজি দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-২০৬. হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ভ্রাতাগণ ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে

টীকা-২০৭. এরই পরিণতি যে, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মান দিয়েছেন বাদ্‌শাহ্‌র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং আমাদেরকে মিসকীন করে আপনার সামনে হাযির করেছেন।

টীকা-২০৮. যদিও আজ তিরস্কারের দিন, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে

টীকা-২০৯. এরপর হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম তাদের নিকট আপন সম্মানিত পিতার অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তারা বললো, "আপনার বিচ্ছেদের শোকে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকেনি।" তিনি বললেন,

টীকা-২১০. যা আমার পিতা মহোদয় তাবিজ বানিয়ে আমার গলায় বেঁধে দিয়েছিলেন।

টীকা-২১১. এবং কিন্‌'আনের দিকে রওনা হলো। তখন

টীকা-২১২. আপন পৌত্রগণ ও নিকটে যারা ছিলো তাদেরকে

টীকা-২১৩. কেননা, তারা এ ধারণায় ছিলো যে, এখন হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস সালাম) কোথায়! হয়ত তাঁর ওফাতই হয়ে গেছে।

টীকা-২১৪. কাফেলার অগ্রভাগে। তিনি হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালামের ভ্রাতা ইয়াহুদা ছিলেন। তিনি বললেন, হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের নিকট রক্তমাখা জামা ও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমিই বলেছিলাম যে, য়ূসুফ (আলায়হিস সালাম)কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। আমিই তাঁকে শোকাহত করেছিলাম, আজ জামাটাও আমিই নিয়ে যাবো এবং হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস সালাম) জীবিত থাকার আনন্দদায়ক খবরটাও আমিই শুনাবো।" অতঃপর ইয়াহুদা খোলা মাথায় ও জুতোবিহীন পদব্রজে জামাটা নিয়ে আশি ফরসঙ্গ রাস্তা দৌড়ে আসলেন। পথিমধ্যে খাওয়ার জন্য সাতটা রুটিও সাথে নিয়েছিলেন। প্রবল আগ্রহের এ অবস্থা ছিলো যে, সেই রুটিগুলোও পথিমধ্যে খেয়ে শেষ করতে পারেননি।

টীকা-২১৫. হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, "য়ূসুফ কেমন আছে?" ইয়াহুদা আরয করলো, "হুযূর! তিনি তো মিশরের বাদশাহ্।" তিনি বললেন, "আমি বাদশাহী দিয়ে কী করবো?" এ কথা বলো যে, 'কোন্ দ্বীনের উপর রয়েছে?' আরয করলেন, "দ্বীন-ই-ইসলামের উপর।" তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ্! (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই!) আল্লাহ্র অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হলো।" হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম-এর ভ্রাতাগণ

টীকা-২১৬. হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম রাতের শেষ ভাগে নামায আদায় করে হাত উঠিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আপন সাহেবজাদাদের জন্য দো'আ করলেন। তা (আল্লাহ্র দরবারে) কবূল হলো। আর হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালামের প্রতি ওহী করা হলো- "সাহেবজাদাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে।"

হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম আপন পিতা মহোদয়কে পরিবারের সমস্ত সদস্য সহকারে নিয়ে আসার জন্য তাঁর ভ্রাতাদের সাথে দু'শ সাওয়ারী এবং প্রচুর মালপত্র পাঠিয়েছিলেন। হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম মিশরে যাবার জন্য মনস্থ করলেন এবং পরিবারের সবাইকে একত্রিত করলেন। সব মিলে সর্বমোট ৭২ জন কিংবা ৭৩ জন হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মধ্যে এ বরকত দিয়েছিলেন যে, তাঁদের বংশধর এতই বৃদ্ধি পেলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথে বনী ইস্রাঈল মিশর থেকে যখন বের হলো তখন তারা ছয় লক্ষের চেয়েও বেশী ছিলো। অথচ হযরত মূসা আলায়হিস সালামের যমানা তাঁর মাত্র ৪০০ বৎসর পরেই ছিলো।

মোট কথা, হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম যখন মিশরের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছলেন, তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম মিশরের মহান বাদশাহকে আপন পিতা মহোদয়ের শুভাগমনের সংবাদ দিলেন আর চার হাজার সৈন্য এবং অনেক মিশরী অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে তিনি আপন পিতা মহোদয়কে সম্বর্ধনা ও স্বাগত জানানোর জন্য শত শত রেশমী পতাকা উড়িয়ে কাতার বেঁধে রওনা হলেন।

হযরত য়া'কূব আলায়হিস সালাম আপন সন্তান ইয়াহুদার হাতের উপর ভর করে তাশরীফ আনয়ন করছিলেন। যখন তাঁর দৃষ্টি সৈন্যদের উপর পড়লো এবং তিনি দেখলেন যে, মরুভূমি জাঁক-জমকপূর্ণ সৈন্যদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি বললেন, "হে ইয়াহুদা! এ কি মিশরের ফির'আউন, যার সৈন্যবাহিনী এত জাঁকজমক সহকারে আসছে?" আরয করলো, "না, এ' তো হুযূর, আপনার সন্তান য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম)।" হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) তাঁকে আশ্চর্যান্বিত দেখে আরয করলেন, "বাতাসের দিকে দেখুন! আপনার খুশীতে শরীক হবার জন্য ফিরিশতারাও এসেছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার দুঃখের কারণে কাঁদছিলেন।" ফিরিশতাদের 'তাসবীহ' এবং ঘোড়াওলার ডাক, বিগুল-তবলার আওয়াজে এক আজব অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো।

তখন সে জামাটা য়া'কূবের মুখমণ্ডলের উপর রাখলো। তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসলো। বললো, 'আমি কি বলতাম না যে, আমার, আল্লাহ্র সে সব মহিমা জানা আছে, যা তোমরা জানো না (২১৫)?'	أَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ ۚ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾
৯৭. (তারা) বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপ রাশির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন! নিশ্চয় আমরা অপরাধী।'	قَالُوْا يٰٓأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ إِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٧﴾
৯৮. বললো, 'শীঘ্রই আমি তোমাদের ক্ষমা আমার প্রতিপালকের নিকট চাইবো। (নিশ্চয়) তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু (২১৬)।'	قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىٓ ۗ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
৯৯. অতঃপর যখন তারা সবাই য়ূসুফের নিকট পৌঁছলো, তখন সে আপন মাতা (২১৭) ও পিতাকে নিজের পাশে স্থান দিলো এবং বললো, 'মিশরে (২১৮) প্রবেশ করুন, আল্লাহ্ যদি চান, নিরাপদ অবস্থায় (২১৯)।'	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

এই দিনটি ছিলো ১০ই মুহররম, যখন উভয় হযরত- পিতা ও পুত্র, বাপ-বেটা নিকটবর্তী হলেন, তখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাম আরয করার ইচ্ছা করলেন। তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম আরয করলেন, "একটু অপেক্ষা করুন এবং পিতা মহোদয়কেই প্রথমে সালাম করার সুযোগ দিন।" সুতরাং য়া'কূব আলায়হিস সালাম বললেন—— اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُذْهِبَ الْأَحْزَانِ অর্থাৎ "হে দুঃখ অপসারণকারী! তোমার উপর সালাম।" অতঃপর উভয় হযরত অবতরণ করে পরস্পর আলিঙ্গন করলেন এবং সাক্ষাৎ করে খুব কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর ঐ সুসজ্জিত শিবিরে প্রবেশ করলেন, যা প্রথম থেকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য উন্নতমানের তাঁবু ইত্যাদি স্থাপন করে সাজানো হয়েছিলো। এটা মিশরের সীমানায় প্রবেশের ঘটনা ছিলো। এরপর দ্বিতীয় প্রবেশ বিশেষ করে শহরের মধ্যে ছিলো, যার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে-

টীকা-২১৭. 'মাতা' বলে হয়ত বিশেষ করে আপন মাতাকে বুঝানো হয়েছে; যদি তখনকার সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন অথবা 'খালা' (বুঝানো হয়েছে)।

তাফসীরকারকদের এ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত রয়েছে।

টীকা-২১৮. অর্থাৎ বিশেষ শহরে

টীকা-২১৯. যখন মিশরে প্রবেশ করলেন এবং হযরত য়ূসুফ আপন মসনদ অলংকৃত করছিলেন, তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

১০০. এবং আপন মাতাপিতাকে তার সিংহাসনে বসালো এবং সবাই (২২০) তার সম্মানে সাজদায় পড়লো (২২১); আর য়ূসুফ বললো, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা (২২২); নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সেটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন (২২৩) এবং আপনাদের সবাইকে গ্রামাঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন এরপর যে, শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছিলো। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যে বিষয় চান তা সহজ করে দেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (২২৪)।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ
سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ
رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ
وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ
وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ
نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ط
اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

১০১. হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি আমাকে একটা রাজ্য দিয়েছো এবং আমাকে কিছু কথার পরিণাম উদ্‌ঘাটন করার বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমি আমার কর্মব্যবস্থাপক– দুনিয়ায় ও আখিরাতে। আমাকে মুসলমানরূপে উঠাও এবং তাদেরই সাথে মিলাও, যারা তোমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগী (২২৫)।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ
مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ
بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۱﴾

১০২. এ কিছু অদৃশ্যের সংবাদ, যা আপনার প্রতি ওহী করেছি এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না (২২৬) যখন তারা নিজেদের কাজের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি করেছিলো এবং তারা চক্রান্ত করেছিলো (২২৭)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ
وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

টীকা-২২০. অর্থাৎ মাতা-পিতা ও সব ভাই

টীকা-২২১. এটা ছিলো সম্মান প্রদর্শন ও বিনয়ের সাজদা, যা তাঁদের শরীয়তে জায়েয ছিলো; যেমন– আমাদের শরীয়তে কোন শ্রদ্ধাভাজনের সম্মানের জন্য 'ক্বিয়াম' বা দাঁড়ানো, করমর্দন করা এবং হস্ত চুম্বন করা জায়েয।

'সাজদা-ই-ইবাদত' (ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে কখনো জায়েজ হয়নি এবং হতেও পারে না। কেননা, তা শির্ক। আর 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্' (সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাজদা)ও আমাদের শরীয়তের বৈধ নয়; যদিও তা শির্ক নয়। (বরং হারাম।)

টীকা-২২২. যা আমি শৈশবে দেখেছিলাম।

টীকা-২২৩. এখানে তিনি (তাঁকে) কূপে (নিক্ষেপ করার ঘটনা)-এর কথা উল্লেখ করেন নি, যাতে তাঁর ভাইদেরকে লজ্জিত হতে না হয়।

টীকা-২২৪. ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায় যে, হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম আপন সন্তান হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট মিশরে চব্বিশ বৎসর সুখে, আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন। ওফাতের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে 'ওসীয়ত' করলেন যেন তাঁর 'জানাযা' শামদেশে (সিরিয়া) নিয়ে 'পবিত্র ভূমি'তে তাঁর পিতা হযরত ইস্‌হাক্ব আলায়হিস্ সালামের কবর শরীফের পাশেই দাফন করা হয়। এ ওসীয়ত পূর্ণ করা হলো।

তাঁর ওফাতের পর শাল বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তৈরী তাবূতের মধ্যে তাঁর পবিত্রতম শরীর মুবারক রেখে তা শামদেশে (সিরিয়া) আনা হলো। ঠিক তখনই তাঁর ভ্রাতা 'ঈস'-এর ওফাত হয়েছিলো। তাঁরা দু'ভাইয়ের জন্মও একই সাথে হয়েছিলো। দাফনও একই কবরে করা হয়। উভয় হযরতের বয়স ছিলো ১৪৫ বৎসর। যখন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর পিতা ও চাচাকে দাফন করে মিশরে ফিরে যান তখন তিনি ঐ দো'আটা করেছিলেন; যা পরবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

টীকা-২২৫. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইস্‌হাক্ব এবং হযরত য়া'কূব আলায়হিমুস্ সালাম। নবীগণ সবাই নিষ্পাপ। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর এ দো'আ উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই, যাতে তারা ভাল পরিণামের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর পিতা মহোদয়ের পর ২৩ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হলো। তাঁর দাফনের স্থান নিয়ে মিশরবাসীদের মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রত্যেক মহল্লাবাসী বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে আপন আপন মহল্লায় দাফন করার দাবীতে অটল ছিলো। শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো যে, 'তাঁকে নীল নদের মধ্যে দাফন করা হোক; যাতে পানি তাঁর কবর শরীফ স্পর্শ করে প্রবাহিত হয় এবং এর বরকত দ্বারা সমগ্র মিশরবাসী উপকৃত হয়।'

সুতরাং তাঁকে 'মার্বেল পাথর' কিংবা 'মর্মর পাথর'-এর সিন্দুকের মধ্যে রেখে নীল নদের মধ্যেই দাফন করা হয়েছিলো। আর তিনি সেখানেই ছিলেন। এভাবে দীর্ঘ ৪০০ বছর পর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর তাবূত শরীফ সেখান থেকে বের করে আনেন এবং তাঁকে তাঁর সম্মানিত পিতৃপুরুষদের নিকটে শামদেশেই দাফন করেন।

টীকা-২২৬. অর্থাৎ য়ূসুফ আলায়হিস্ সালামের ভাইদের নিকট।

টীকা-২২৭. এতদ্‌সত্ত্বেও, হে নবীকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আপনার সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা অদৃশ্যের

সংবাদদান ও মু'যিজাই।

টীকা-২২৮. ক্বোরআন শরীফ

টীকা-২২৯. স্রষ্টা এবং তাঁর তাওহীদ ও গুণাবলীর প্রমাণবহ। এসব নিদর্শন দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতদের ধ্বংসাবশেষ বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-২৩০. এবং সেগুলো প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু চিন্তা ভাবনা করেনা, শিক্ষা গ্রহণ করে না।

وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. এবং অধিকাংশ লোক, তুমি যতোই চাওনা কেন ঈমান আনবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং আপনি এর বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না। এ (২২৮) তো নয়, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রতি উপদেশ।

রুকূ' - বার

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং কতই নিদর্শন রয়েছে (২২৯) আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যে, অধিকাংশ লোক এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করে (২৩০) অথচ এগুলো হতে উদাসীন থেকে যায়।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক তারাই, যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না, কিন্তু শির্ক করে (২৩১)।

أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. তবে কি তারা এ থেকে নির্ভীক হয়ে বসে আছে যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে বসবে অথবা ক্বিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, অথচ তাদের খবরই থাকবে না।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ اتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আপনি বলুন (২৩২), 'এটা আমার পথ, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করি। অন্তর চক্ষু সম্পন্ন- আমি এবং যারা আমার পদাংক অনুসরণ করে (২৩৩) এবং আল্লাহ্‌র জন্যই পবিত্রতা (২৩৪) আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا

১০৯. এবং আমি আপনার পূর্বে যতো রসুল প্রেরণ করেছি সবই পুরুষ ছিলো (২৩৫) যাদেরকে আমি ওহী করতাম এবং সবাই শহরের অধিবাসী ছিলো (২৩৬)। তবে কি এসব লোক যমীনে ভ্রমণ করেনা? তবে তো দেখতো তাদের

টীকা-২৩১. অধিকাংশ তাফসীর কারকের মতে, এ আয়াত মুশ্‌রিকদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা স্রষ্টা ও রিয্‌ক্বদাতা হওয়ার কথা স্বীকার করার সাথে সাথে মূর্তি পূজা করে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্যদেরকেও ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক করতো।

টীকা-২৩২. হে মোস্তফা, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এসব মুশ্‌রিককে যে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান করুন।

টীকা-২৩৩. ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, "হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ সুন্দরতম পথ ও সর্বোৎকৃষ্ট হিদায়তের উপর রয়েছেন। তাঁরা হলেন জ্ঞানের খনি, ঈমানের ভাণ্ডার এবং পরম দয়ালু আল্লাহর সেনা।

হযরত ইব্‌নে মাস্'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, 'তরীক্বা' অবলম্বনকারীদের উচিৎ যেন তারা, যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদেরই তরীক্বা অবলম্বন করে; তাঁরা হলেন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা, যাঁদের অন্তর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র, জ্ঞানে সর্বাধিক গভীর, লৌকিকতায় সবচেয়ে কম। তাঁরা হচ্ছেন এমন সব মহাপুরুষ, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সঙ্গ এবং তাঁর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করেছেন।

টীকা-২৩৪. সব ধরণের দোষত্রুটি, অপূর্ণতা এবং শরীক, বিরোধিতাকারী ও সমকক্ষ থেকে।

টীকা-২৩৫. না ফিরিশ্‌তাদেরকে, না কোন নারীকে নবী করা হয়েছে। এটা মক্কাবাসীদের প্রতি জবাব, যারা বলেছিলো, "আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদেরকে কেন নবী করে পাঠালেন না?" তাদেরকে বলা হয়েছে যে, "এটা কি কোন্ আশ্চর্যজনক কথা? পূর্ব থেকে কখনো কোন ফিরিশতা নবী হয়ে আসেননি।"

টীকা-২৩৬. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, মরু অঞ্চলের অধিবাসী, জ্বিন্ এবং স্ত্রী লোকদের মধ্য থেকে কখনো কোন নবী করা হয়নি।

টীকা-২৩৭. নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-২৩৮. অর্থাৎ লোকদের উচিৎ যেন তারা আল্লাহ্‌র শাস্তিতে বিলম্ব এবং আরাম-আয়েশ দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়ার উপর অহংকারী না হয়ে যায়। কেননা, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও বহু অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত যখন তাদের শাস্তি আসার মধ্যে খুব বিলম্ব হলো এবং প্রকাশ্য উপায়-উপকরণের মাধ্যমে রসূলগণের নিকট তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পৃথিবীতে প্রকাশ্য শাস্তি আসার কোন আশা রইলো না, (আবুস্ সাঊদ)

টীকা-২৩৯. অর্থাৎ সম্প্রদায়গুলো মনে করেছিলো যে, রসূলগণ তাদেরকে শাস্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হবার নয়। (মাদারিক ইত্যাদি)।

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে (২৩৭)। এবং নিশ্চয় পরকালের ঘর পরহেযগারদের জন্য শ্রেয়। তবে কি তোমাদের বিবেক নাই?

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْــَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾

১১০. অবশেষে, যখন রসূলগণের নিকট প্রকাশ্য কোন উপায়-উপকরণের আশা রইলো না (২৩৮) এবং লোকেরা ভাবলো যে, রসূলগণ তাদেরকে ভুল বলেছিলো (২৩৯), তখন আমার সাহায্য আসলো। অতঃপর আমি যাকে চেয়েছি তাকে উদ্ধার করা হয়েছে (২৪০)। এবং আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে রদ্ করা যায় না।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۭ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয়, তাদের খবরাদি দ্বারা (২৪১) বিবেকবানদের চক্ষু খুলে যায় (২৪২)। এটা কোন বানোয়াট কথা নয় (২৪৩); কিন্তু নিজের পূর্ববর্তী বাণীগুলোর (২৪৪) সত্যায়ন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ আর মুসলমানদের জন্য হিদায়ত ও রহমত। ★

সূরা রা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা রা'দ মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৩ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

الٓمّٓرٰ ۣ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۭ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

১. আলিফ-লাম-মীম-রা।

এগুলো কিতাবের আয়াত (২); এবং তা-ই, যা (হে হাবীব!) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (৩) সত্য (৪);

টীকা-২৪০. আপনবান্দাদের মধ্য থেকে; অর্থাৎ আনুগত্যকারী ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করেছি।

টীকা-২৪১. অর্থাৎ নবীগণের এবং তাঁদের সম্প্রদায়গুলোর।

টীকা-২৪২. যেমন হযরত য়ূসুফ আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর ঘটনা থেকে বড় বড় ফলাফল প্রকাশ পায় এবং জানা যায় যে, ধৈর্যের সুফল হচ্ছে– নিরাপত্তা ও সম্মান। আর নির্যাতন ও অশুভকামনার পরিণাম হচ্ছে– লজ্জিত হওয়াই এবং আল্লাহর উপর নির্ভরকারী সফলকাম হয় আর বান্দাদের বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ্‌র রহমত সহায়ক হলে কারো অমঙ্গল কামনা কোন ক্ষতি করতে পারে না। এরপর ক্বোরআন পাক সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-২৪৩. যাকে কোন মানুষ নিজ থেকে রচনা করে নিয়েছে। কেননা, এর মুকাবিলা করতে অক্ষম হওয়া তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হবার বিষয়টাকে অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণিত করছে।

টীকা-২৪৪. তাওরীত ও ইন্‌জীল ইত্যাদি আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহের। ★

****

টীকা-১. সূরা রা'দ মক্কী। অপর একটা বিবরণ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে এযে, নিম্নলিখিত আয়াত দু'টি ব্যতীত অবশিষ্ট সবই মক্কী;

١- لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ-

٢- يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا-

অপর এক অভিমত এই যে, এই সূরাটা মাদানী। এ'তে ছয়টা রুকূ', ৪৩ কিংবা ৪৫টা আয়াত, ৮৫৫টা পদ এবং ৩,৫০৬টা বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফের।

টীকা-৩. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-৪. যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই;

★ 'সূরা য়ূসুফ' সমাপ্ত।

টীকা-৫. অর্থাৎ মক্কার মুশ্‌রিকগণ, যারা এ কথা বলছে যে, এ বাণী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের। তিনি এটা নিজেই রচনা করেছেন। এ আয়াতে তাদের খণ্ডন করেছেন এবং এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন রাবূবিয়াত (প্রতিপালকত্ব)-এর প্রমাণসমূহ এবং আপন আশ্চর্যজনক ক্ষমতার বর্ণনা করেছেন, যেগুলো তাঁর একত্ববাদের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথাঃ-

এক) তিনি আসমানসমূহকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে উর্ধ্বলোকে স্থাপন করেছেন; যেমন তোমরা সেগুলো দেখতে পাচ্ছো। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে কোন স্তম্ভই নেই। এবং

দুই) এ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্তম্ভ ছাড়াই ঊর্ধ্বলোকে স্থাপন করেছেন। এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এ হবে যে, স্তম্ভ তো রয়েছে; কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না। প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ- এটাই অধিকাংশের মত। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৭. আপন বান্দাদের উপকার এবং আপন শহরগুলোর মঙ্গলের জন্য। সে গুলো নির্দেশ মোতাবেক পরিভ্রমণের মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৮. অর্থাৎ দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সময় পর্যন্ত। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, 'নির্ধারিত সময়সীমা' দ্বারা সে গুলোর বিভিন্ন স্তর ও তিথিগুলো বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ সেগুলো আপন আপন তিথিতে ও কক্ষপথে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে, যা অতিক্রম করতে পারেনা। সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটার জন্য বিশেষ পরিভ্রমণ-গতি, বিশেষ দিকের প্রতি- দ্রুত গতি ও ধীর গতি এবং পরিভ্রমণের বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছেন।

টীকা-৯. নিজ একত্ব ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার,

টীকা-১০. এবং জেনে রেখো যে, যিনি মানুষকে অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্বময় করার উপর ক্ষমতা রাখেন তিনি তাকে মৃত্যুর পরও জীবিত করার উপর ক্ষমতা রাখেন।

টীকা-১১. অর্থাৎ মজবুত পাহাড়

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ①

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনেনা (৫)।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ②

২. আল্লাহ্ হন; যিনি আসমানগুলোকে উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, যাতে তোমরা তা দেখো (৬)। অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (সমাসীন হন) যেভাবে তাঁর মর্যাদার জন্য শোভা পায় এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন (৭), প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে (৮); আল্লাহ্ কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং বিশদভাবে নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন (৯), যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করো (১০)।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۚ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ③

৩. এবং তিনিই হন, যিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে (নোঙ্গররূপী) পর্বতমালা (১১) ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন; এবং যমীনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল দু' দু' প্রকারের সৃষ্টি করেছেন (১২)। রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এ'তে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য (১৩)।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۫ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ④

৪. এবং যমীনের বিভিন্ন ভূ-খণ্ড রয়েছে এবং রয়েছে পাশাপাশি (১৪); আর বাগান রয়েছে আঙ্গুরের এবং শস্য ক্ষেত্র ও খেজুরের গাছ একটা গুঁড়ি থেকে উৎপন্ন- একটা এবং একাধিক; সবই একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আর ফলগুলোর মধ্যে আমি একটাকে অপরটা অপেক্ষা উত্তম করি। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে বিবেকবানদের জন্য (১৫)।

টীকা-১২. অর্থাৎ কালো ও সাদা, তিক্ত ও মিষ্ট, ছোট ও বড়, মরুভূমির ও বাগানের, গরম ও ঠাণ্ডা এবং ভিজা ও শুষ্ক ইত্যাদি।

টীকা-১৩. যারা একথা বুঝতে পারে যে, এই সমস্ত নিদর্শন প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৪. একটা অপরের সাথে সংলগ্ন। সেগুলোর মধ্যে কতেক চাষাবাদযোগ্য, কতেক চাষাবাদযোগ্য নয়, কতেক কংকরময়, কতেক বালিময়।

টীকা-১৫. হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এর মধ্যে আদম সন্তানদের অন্তরগুলোর একটা উপমা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- যেভাবে ভূতল একটা ছিলো; অতঃপর সেটার বিভিন্ন ভূ-খণ্ড হয়েছে। সেগুলোর উপর আসমান থেকে একই পানি বর্ষিত হয়। তা থেকে বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল, বৃক্ষ-লতা, ভাল-মন্দ উৎপন্ন হয়েছে। অনুরূপভাবে, মানব জাতিকেও হযরত আদম থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি আসমান থেকে হিদায়ত অবতীর্ণ হয়েছে। তা দ্বারা কতেক অন্তর নম্র হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয়েছে। (পক্ষান্তরে,) কতেক পাষাণ হয়ে গেছে। তারা খেলাধূলায়

ও অনর্থক কাজে মগ্ন হয়েছে। সুতরাং যেভাবে ভূ-তলের খণ্ডগুলো আপন ফল-ফুলের দিক দিয়ে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে তেমনিভাবে, মানুষের অন্তরও আপন আপন চিহ্নাদি এবং জ্যোতি ও রহস্যাদির মধ্যে পরস্পর ভিন্ন হয়েছে।

টীকা-১৬. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! কাফিরদের অস্বীকার করার কারণে; এতদসত্ত্বেও আপনি তাদের মধ্যে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টীকা-১৭. এবং তারা কিছুই বুঝতে পারেনি যে, যিনি প্রথমেই কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কোন মুশকিল ব্যাপার নয়।

টীকা-১৮. ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-১৯. মক্কার মুশরিকগণ এবং এই ত্বরান্বিত করা ঠাট্টার সূত্রেই ছিলো। আর 'রহমত' দ্বারা নিরাপত্তা ও সুস্থতা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২০. তারাও রসূলগণকে অস্বীকার এবং শাস্তি সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তাদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

টীকা-২১. অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টা ত্বরান্বিত করেন না এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

৫. এবং যদি আপনি বিস্মিত হন (১৬) তবে বিস্ময় তো তাদের এ কথারই যে, 'আমরা কি মাটিতে পরিণত হওয়ার পর নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হবো (১৭)?' এবং তারাই হচ্ছে, যারা আপন প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে এবং তারাই হচ্ছে- যাদের ঘাড়গুলোতে লোহার শিকল থাকবে (১৮) এবং তারা দোযখবাসী; তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑤

৬. এবং আপনার নিকট তারা শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে- রহমতের পূর্বে (১৯) এবং তাদের পূর্ববর্তীদের শাস্তি হয়ে গেছে (২০)। এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তো লোকদের অত্যাচারের উপরও তাদেরকে এক ধরণের ক্ষমা করে দেন (২১); এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি কঠোর (২২)।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑥

৭. এবং কাফিররা বলে, 'তাঁর উপর তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি (২৩)?' আপনি তো সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক (২৪)।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ⑦ ع

টীকা-২২. যখন শাস্তি দেন।

টীকা-২৩. কাফিরদের এ উক্তিটা অত্যন্ত বেঈমানীমূলক উক্তি ছিলো। যত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো সবটাকেই তারা অস্তিত্বহীনরূপে স্থির করেছিলো। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায় এবং সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণেরই শামিল। যখন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো এবং অনস্বীকারযোগ্য অকাট্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করা হলো আর এমন সব দলীল দ্বারা দাবী প্রমাণিত করা হলো, যেগুলোর খণ্ডন করতে বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত জ্ঞানী ও কৌশলী অক্ষম ও হতভম্ব হয়ে রইলো, তাদের পক্ষে ওষ্ঠদ্বয় নাড়া এবং মুখ খোলা অসম্ভবই হয়ে পড়লো, তখন এমন সব সুস্পষ্ট আয়াত ও দলীলাদি এবং প্রকাশ্য মু'জিযাদি দেখেএকথা বলে দেয়া- 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না', প্রকাশ্য দিবালোকে দিনকে অস্বীকার করার চাইতেও অধিক নিকৃষ্ট ও ভিত্তিহীন কাজ। বাস্তবিক পক্ষে, এটা সত্যকে চিনে সেটার প্রতি একগুঁয়েমী প্রদর্শন ও তা থেকে পলায়ন করারই নামান্তর মাত্র। কোন নবীর পক্ষে যখন অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, অতঃপর সেটার পক্ষে দ্বিতীয়বার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন থাকে না এবং এমতাবস্থায় প্রমাণ তলব করা একগুঁয়েমী ও অহংকার বৈ কিছুই নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণকে খণ্ডন করা যায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি অপর কোন প্রমাণ চাওয়ার অধিকার রাখে না। আর যদি এই পরম্পরা স্থির করে দেয়া যায় যে, প্রত্যেকের জন্য নতুন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সে তলব করবে এবং ঐ নিদর্শনই নিয়ে আসতে হবে, যা সে চাইবে, তবে নিদর্শনসমূহের পরম্পরাও শেষ হবে না। এ কারণে আল্লাহ্‌র হিকমত এ যে, নবীগণকে এমন সব মু'জিযা প্রদান করা হয়, যেগুলো দ্বারা প্রত্যেকে তাঁদের সত্যতা ও নবূয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। অধিকাংশ সময় এটা সেই পর্যায়ের হয় যার মধ্যে তাঁদের উম্মত ও তাঁদের যুগের লোকেরা অধিক অনুশীলন ও দক্ষতা রাখে। যেমন- হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর যুগে যাদুবিদ্যা নিজ পূর্ণতায় পৌঁছেছিলো এবং সে যুগের লোকেরা যাদু বিদ্যায় খুব দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত ছিলো। তখন হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামকে ঐ মু'জিযা প্রদান করা হলো যা দ্বারা তিনি যাদুকেও বাতিল করে দিলেন এবং যাদুকরদের মনে এই নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে দিলেন যে, 'যেই পূর্ণতা হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম দেখালেন, তা খোদায়ী নিদর্শনই; যাদু দ্বারা এর মুকাবিলা করা সম্ভবপর নয়। অনুরূপভাবে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলো। তখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াত তাসলীমাতকে রোগের আরোগ্য ও মৃতকে জীবিত করার মতো ঐ মু'জিযা দান করলেন, যা করতে চিকিৎসা শাস্ত্রের দক্ষ ব্যক্তিবর্গও অক্ষম ছিলো। ফলে, তারা এ কথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলো যে, এ কাজ সম্পন্ন করা চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যে অসম্ভব; অবশ্যই এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের এক জবরদস্ত নিদর্শন। এভাবে বিশ্বকুল সরদার

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় যুগে আরবের ভাষা-অলংকার শাস্ত্র উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিলো এবং সে সব লোক সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে বিশ্বে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ঐ মু'জিযা প্রদান করা হলো, যা তাদেরকেও অক্ষম এবং হতভম্ব করে দিলো। আর তাদের মহৎ থেকে মহত্তর লোকেরা এবং তাদের ভাষা বিশারদদের দলগুলো পবিত্র ক্বোরআনের মুকাবিলায় একটা ছোট বাক্য পেশ করতেও অক্ষম এবং অপারগ হয়ে রইলো। আর ক্বোরআনের ঐ পূর্ণতা একথা প্রমাণ করে দিলো যে, নিঃসন্দেহে এটা খোদারই এক মহান নিদর্শন। আর এর সমতুল্য কিছু রচনা করে পেশ করা মানবীয় শক্তির সাধ্যের মধ্যে নেই। তাছাড়া, আরও শত সহস্র মু'জিযা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করেন, যেগুলো প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মনে তাঁর রিসালতের সত্যতার নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে দিয়েছে। এসব মু'জিযা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলে দেয়া, 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি' কেমনই একগুঁয়েমী ও সত্য প্রত্যাখ্যান?

টীকা-২৪. স্বীয় নবূয়তের প্রমাণাদি উপস্থাপন করার এবং সন্তোষজনক মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে আপন রিসালত প্রমাণিত করে দেয়ার পর আল্লাহর বিধানাবলী পৌঁছানো ও আল্লাহর ভয় দেখানো ব্যতীত আপনার উপর কোন কিছুই আবশ্যকীয় নয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার কাংখিত পৃথক পৃথক নিদর্শন উপস্থাপন করাও আপনার জন্য জরুরী নয়; যেমন আপনার পূর্বে পথ প্রদর্শকগণ (নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম)-এর নিয়ম ছিলো।

টীকা-২৫. নর-নারী– এক কিংবা বেশী ইত্যাদি।

টীকা-২৬. অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়সীমায় কার গর্ভের সন্তান তাড়াতাড়ি ভূমিষ্ঠ হবে, কার বিলম্বে হবে!

গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা, যার মধ্যে সন্তান জন্মলাভ করে জীবিত থাকতে পারে, ৬ মাস। আর সর্বোচ্চ সময় সীমা দু'বছর। এটাই হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন। আর হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ওএটাই বলেছেন। কোন কোন তাফসীরকারক এটাও বলেছেন যে, 'গর্ভের হ্রাসবৃদ্ধি' বলতে সন্তান শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ গড়নসম্পন্ন হওয়া এবং অপরিপূর্ণ গড়ন সম্পন্ন হওয়াই বুঝায়।

টীকা-২৭. তা'তে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না।

টীকা-২৮. প্রত্যেক প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

টীকা-২৯. অর্থাৎ অন্তরের গোপন কথা এবং মুখে সশব্দে উচ্চারিত আর রাতে গোপনে কৃত আমল ও দিনের বেলায় প্রকাশ্যভাবে কৃত কর্ম– সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

রুকূ' – দুই

৮. আল্লাহ জানেন যা কিছু কোন মাদীর গর্ভে থাকে (২৫) এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে (২৬); এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে (২৭)।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝٨

৯. প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী; সবচেয়ে মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান (২৮)।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝٩

১০. সমানই যে তোমাদের মধ্যে কথা আস্তে বলে এবং যে সরবে বলে আর যে রাত্রে আত্মগোপন করে এবং দিনের বেলায় পথে বিচরণ করে (২৯)।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ۝١٠

১১. মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী ফিরিশতা রয়েছে তার সম্মুখ ও পশ্চাতে (৩০), যারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে (৩১)। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তাঁর নি'মাতের পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা (৩২) নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেনা এবং যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান (৩৩) তখন সেটা রদ্দ হতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৩৪)।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ۝١١

টীকা-৩০. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে ফিরিশতাগণ পালাক্রমে আসেন, রাত ও দিনে, ফজর ও আসর নামাযের মধ্যে একত্রিত হন। নতুন নতুন ফিরিশতা থেকে যান এবং যে সব ফিরিশতা ছিলেন তাঁরা চলে যান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে বলেন, "তোমরা আমার বান্দাদেরকে কোন্ অবস্থায় রেখে এসেছো?" তাঁরা আরয করেন, "তাদেরকে আমরা নামাযরত অবস্থায় পেয়েছি এবং নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি।"

টীকা-৩১. মুজাহিদ বলেন– প্রত্যেক বান্দার সাথে একজন ফিরিশতা তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত থাকেন, যিনি তার ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তাকে জিন্, ইনসান ও কষ্টদায়ক প্রাণীসমূহ থেকে রক্ষা করেন আর প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুকে তার থেকে রুখে রাখেন। এটা ব্যতীত যা পৌঁছে তা তার ভাগ্যেই রয়েছে।

টীকা-৩২. পাপাচারে লিপ্ত হয়ে

টীকা-৩৩. তাকে শাস্তি দিতে ও ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন

টীকা-৩৪. যে তাঁর শাস্তিকে রুখতে পারে।

টীকা-৩৫. যে, তা পতিত হবার ফলে ক্ষতি হবার আশংকা থাকে এবং বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা কিংবা কারো কারো ভয় থাকে। যেমন মুসাফিরদের, যারা সফরে থাকে এবং কেউ কেউ উপকৃত হওয়ার আশা করেন; যেমন কৃষক ইত্যাদি।

টীকা-৩৬. 'বজ্র' অর্থাৎ মেঘ থেকে যে শব্দ হয়। এর 'আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা' করার অর্থ হচ্ছে- এ শব্দের সৃষ্টি হওয়া মহান স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, যে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র (আল্লাহ্‌র) অস্তিত্বেরই প্রমাণ। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, বজ্রের 'তাস্‌বীহ্' (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করা) মানে- উক্ত শব্দ শুনে আল্লাহ্‌র বান্দারা তাঁরই 'তাস্‌বীহ্' (পবিত্রতা ঘোষণা) করে।" কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে- 'রা'দ একজন ফিরিশ্‌তার নাম, যিনি মেঘমালা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত। তিনি তা পরিচালনা করেন।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ তাঁর ভয় ও মহিমার কারণে তাঁরই 'তাস্‌বীহ্' বা 'পবিত্রতা ঘোষণা' করে।

টীকা-৩৮. 'সা-ইক্বাহ্' (صاعقــــه) ঐ প্রচণ্ড আওয়াজ, যা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী থেকে অবতীর্ণ হয়; অতঃপর তাতে আগুনের সৃষ্টি হয়ে যায়, অথবা 'শাস্তি' কিংবা 'মৃত্যু'। আর সেটা নিজ সত্তায় একই বস্তু। এই তিনটা জিনিস তা থেকেই সৃষ্টি হয়। (খাযিন)

টীকা-৩৯. শানে নুযূলঃ হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরবের এক অতি গোঁড়া কাফিরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার জন্য আপন সাহাবা কেরামের একটা দলকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা তাকে দাওয়াত দিলেন। সে বলতে লাগলো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালক কে, যাঁর প্রতি তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছো? তিনি কি স্বর্ণের, না রৌপ্যের, না লৌহের কিংবা তামার?" মুসলমানদের নিকট তা খুবই অসহনীয় বোধ হলো। তাঁরা ফিরে গিয়ে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "আমরা এমন কট্টর কাফির ও পাষাণ-হৃদয়, গোঁড়া লোক কখনো দেখিনি।" হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "তার নিকট পুনরায় যাও।" সে এবারও একই কথা বললো, তবে এতটুকু বাড়িয়ে বললো, "আমি কি মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াত কবূল করে এমন প্রতিপালককে মেনে নেবো, যাঁকে না আমি দেখেছি, না চিনেছি?" এসব হযরত পুনরায় ফিরে আসলেন এবং তাঁরা আরয করলেন, "হুযূর (দঃ)! তার ধৃষ্টতা আরও উন্নতির দিকে।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা পুনরায় যাও।" নির্দেশ পালনার্থে তাঁরা আবার গেলেন। যখন তাঁরা তার সাথে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন এবং সেও এমনই কালো পাষাণ-হৃদয় সুলভ বুলি আওড়িয়ে বকবক করছিলো, তখন একটা মেঘ আসলো, তা থেকে বিজলী চমকালো ও বজ্রধ্বনি হলো এবং বিদ্যুৎ পতিত হলো আর তা ঐ কাফিরকে জ্বালিয়ে দিলো। এসব হযরত তার নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। যখন সেখান থেকে তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন পথে সাহাবীদের অন্য একটা দলের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো, তাঁরা বলতে লাগলেন, "বলুন! ঐ ব্যক্তি কি জ্বলে গেছে?" ঐসব হযরত বললেন, "আপনারা এ কথা কিভাবে জানতে পারলেন?" তাঁরা বললেন, "বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ওহী এসেছে-

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ -

(খাযিন)।

কোন কোন তাফসীরকারক উল্লেখ করেছেন যে, আমের ইবনে তোফায়িল আরবাদ ইবনে রাবী'আহ্‌কে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট চলো! আমি তাঁকে আলাপ আলোচনায় মগ্ন করবো আর তুমি পেছন থেকে তরবারী দ্বারা হামলা করো।" এ পরামর্শ করে তারা হুযূর (দঃ)-এর নিকট আসলো। আমের হুযূরের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সে বলতে লাগলো, "এখন আমরা চলি এবং এক বিরাট হামলাকারী সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে নিয়ে আসবো।" একথা বলে সে চলে আসলো। বাইরে এসে আরবাদকে বললো, "তুমি তলোয়ার দ্বারা আঘাত করলে না কেন?" সে বললো, "যখন আমি আঘাত করার ইচ্ছা করতাম তখনই তুমি মাঝখানে এসে যেতে।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারা বের হয়ে যাওয়ার সময় এ দো'আ করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ اكْفِهِمَا بِمَا شِئْتَ

যখন এদের উভয়ে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে আসলো তখন তাদের উপর বিজলী পতিত হলো। আরবাদ জ্বলে গেলো আর আমেরও সে পথেই অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (হুসাইনী)।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১২. তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভয় ও আশার নিমিত্ত (৩৫) এবং ঘন মেঘমালা উত্তোলন করেন;

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৩. এবং বজ্র তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে (৩৬) এবং ফিরিশতাগণ তাঁর ভয়ে ★ (৩৭); এবং তিনি বজ্র প্রেরণ করেন (৩৮), অতঃপর সেটা আপতিত করেন যার উপর চান এবং তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করতে থাকে (৩৯); এবং তাঁর পাকড়াও কঠোর।

★ যে ব্যক্তি বজ্রপাতের সময় এই দো'আ পড়বে সে ইন্‌শাআল্লাহ্ বিদ্যুৎ থেকে নিরাপদ থাকবে- سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ • (নূরুল ইরফান)

টীকা-৪০. অর্থাৎ তাঁর তাওহীদের সাক্ষ্য দেয়া এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই) বলা অথবা এই অর্থ যে, দো'আ কবূল করেন এবং তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা শোভা পায়।

টীকা-৪১. মা'বূদ জেনে, অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তি পূজা করে এবং সেগুলোর নিকট থেকে মনস্কামনা পূর্ণ করতে চায়;

টীকা-৪২. সুতরাং হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করলে এবং আহ্বান করলে পানি কূপ থেকে বের হয়ে তার মুখের মধ্যে আসবে না। কেননা, পানির না জ্ঞান আছে, না অনুভূতি যে, তার প্রয়োজন ও পিপাসা বুঝবে, তার আহ্বানকে অনুধাবন করবে এবং চিনতে পারবে; না সেটার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে যে, আপন স্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারে এবং সেটার সৃষ্টিগত স্বভাবের বরখেলাপ করে উপরের দিকে উঠে আহ্বানকারীর মুখে পৌঁছতে পারবে! এ অবস্থাই হলো মূর্তিগুলোর। সেগুলো না পূজারীদের আহ্বানের খবর রাখতে পারে, না আছে তাদের প্রয়োজনের অনুভূতি, না সেগুলো কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখে।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَی الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾

১৪. তাঁরই আহ্বান করা সত্য (৪০); এবং তিনি ব্যতীত যাদের তারা ইবাদত করে (৪১) সেগুলো তাদের কিছুই শুনেনা, কিন্তু সে ব্যক্তিরই মতো, যে পানির সামনে আপন হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে বসে থাকে এ জন্য যে, সেটা তার মুখে পৌঁছে যাবে (৪২), এবং তা কখনো পৌঁছবেনা; আর কাফিরদের প্রত্যেক প্রার্থনা নিষ্ফল হয়ে ফিরে।

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾

১৫. এবং আল্লাহকেই সাজদা করে যতকিছু আসমানসমূহে ও যমীনে রয়েছে– ইচ্ছায় হোক (৪৩) কিংবা অনিচ্ছায় (৪৪) এবং তাদের ছায়াগুলোও প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় (৪৫)।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾

১৬. আপনি বলুন, 'কে প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের?' আপনি নিজেই বলুন, 'আল্লাহ্ (৪৬),' আপনি বলুন! 'তবে কি তোমরা তিনি ব্যতীত এমন সবকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের উপকার ও অপকার করতে পারে না (৪৭)?' আপনি বলুন,'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হয়ে যাবে (৪৮), অথবা অন্ধকারসমূহ এবং আলোও কি সমান হয়ে যাবে (৪৯)? তারা কি আল্লাহর জন্য এমন শরীক স্থির করেছে, যারা আল্লাহর মতো কিছু সৃষ্টি করেছে? সুতরাং তাদের নিকট সে গুলোর এবং তাঁর 'সৃষ্টি করা' এক ধরণের মনে হয়েছে (৫০)? আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা (৫১) এবং তিনি একাই সবার উপর বিজয়ী (৫২)।'

টীকা-৪৩. যেমন মু'মিন।

টীকা-৪৪. যেমন মুনাফিক ও কাফির।

টীকা-৪৫. তাদের অনুসরণে আল্লাহ্কে সাজদা করে। যাজ্জাজ বলেছেন যে, কাফির আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে সাজদা করে এবং তার ছায়া (সাজদা) করে আল্লাহ্কে। ইবনে আন্বারী বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এটা কোন অসম্ভব বিষয় নয় যে, ছায়াগুলোর মধ্যে এমন বোধশক্তি সৃষ্টি করবেন যে, সেগুলো আল্লাহ্কে সাজদা করবে। কোন কোন তাফসীরকারকের অভিমত হচ্ছে– 'সাজ্দা' মানে– ছায়ার একদিক থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়া এবং সূর্যের উঠানামার সাথে সাথে দীর্ঘ ও খাটো হওয়া। (খাযিন)

টীকা-৪৬. কেননা, এই প্রশ্নের এটা ব্যতীত অন্য কোন জবাবই নেই এবং মুশরিকগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্। যখন এই বিষয়টা সর্বজন স্বীকৃত,

টীকা-৪৭. অর্থাৎ মূর্তি। যখন এ গুলোর এই অক্ষমতা ও উপায়হীনতা, তখন সেগুলো অপরের কি উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? এমন সব বস্তুকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করা এবং মহান স্রষ্টা, রিয্ক্দাতা, শক্তিমান ও শক্তিশালী আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্টতাই।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন,

টীকা-৪৯. অর্থাৎ কুফর ও ঈমান;

টীকা-৫০. এবং এই কারণে যে, সত্য তাদের নিকট সন্দেহজনক হয়ে গেলো এবং তারা মূর্তি পূজা করতে আরম্ভ করলো এমন তো নয়, বরং যে সব মূর্তির তারা পূজা করে, সেগুলো আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মত কিছু তৈরী করাতো দূরের কথা, সেগুলো বান্দাদের গড়া বস্তুগুলোর মতও কিছু তৈরী করতে পারে না, নিছক অক্ষমও। এমন সব পাথরকে পূজা করা বিবেক ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

টীকা-৫১. যা সৃষ্ট হবার যোগ্যতা রাখে সে সব বস্তুর 'স্রষ্টা আল্লাহই'; অন্য কেউ নয়। সুতরাং অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করা কোন বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে সহ্য করতে পারে?

টীকা-৫২. সবাই তাঁর ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ারাধীন।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ
فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ
فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾

১৭. তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। ফলে, নদীনালা আপন আপন উপযুক্ততা মোতাবেক প্রবাহিত হলো। অতঃপর জলস্রোত সেটার উপরিভাগে ভেসে উঠা ফেনা বহন করে নিয়ে আসলো; এবং যেটার উপর আগুন প্রজ্বলিত করে (৫৩) গয়না অথবা আসবাবপত্র (৫৪) তৈরী করার উদ্দেশ্যে, তা থেকেও অনুরূপ ফেনা উঠে। আল্লাহ্ বলে দেন যে, হক ও বাতিলের এ-ই উপমা; সুতরাং ফেনা তো এমনিতেই দূর হয়ে যায় আর যা মানুষের কাজে আসে তা যমীনে থেকে যায় (৫৫)। আল্লাহ্ এভাবে উপমাসমূহ বর্ণনা করেন।

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ
لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৮. যে সব লোক আপন প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে তাদেরই জন্য মঙ্গল রয়েছে (৫৬)। এবং যারা তাঁর হুকুম অমান্য করেছে (৫৭), যদি যমীনে যা কিছু আছে সেসব এবং এর সম পরিমাণ আরও কিছু তাদের মালিকানায় থাকতো, তবে তারা আপন প্রাণ বাঁচানোর জন্য দিয়ে দিতো। এরাই হচ্ছে, যাদের মন্দ হিসাব হবে (৫৮); এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; আর তা কতই নিকৃষ্ট বিছানা!

রুকূ' – তিন

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

১৯. তবে কি ঐ ব্যক্তি, যে জানে যে, যা কিছু (হে হাবীব!) আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, সত্য (৫৯), সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মতো হবে যে অন্ধ (৬০)? উপদেশ তারাই মান্য করে যাদের সত্যিকার বিবেক শক্তি রয়েছে;

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

২০. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে (৬১) এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বেড়ায় না।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ
يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ
سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২১. এবং তারাই, যারা জুড়েছে সেই বন্ধনকে, যা জোড়ার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন (৬২) এবং আপন প্রতিপালককে ভয় করে আর হিসাবের মন্দ পরিণামের আশঙ্কাবোধ করে (৬৩)।

টীকা-৫৩. যেমন– স্বর্ণ, রৌপ্য ও তামা ইত্যাদি

টীকা-৫৪. থালা ইত্যাদি

টীকা-৫৫. অনুরূপভাবে, মিথ্যা যদিও যতই উন্নতি করুক না কেন এবং কোন কোন সময় ও অবস্থায় ফেনার মতো সীমাতীত উপরেও উঠুক না কেন, কিন্তু পরিণামে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং সত্য মূলবস্তু ও পরিষ্কার মূল উপাদানের মতো স্থায়ী এবং অটল থাকে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ বেহেশ্ত।

টীকা-৫৭. এবং কুফর করেছে,

টীকা-৫৮. অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে এবং তা থেকে কিছুই ক্ষমা করা হবে না। (জালালাঈন ও খাযিন)।

টীকা-৫৯. এবং সেটার উপর ঈমান আনে ও সেটা অনুযায়ী কাজ করে

টীকা-৬০. সত্যকে জানেনা, ক্বোরআনের উপর ঈমান আনে না এবং তদনুযায়ী কাজ করেনা। এ আয়াত হযরত হাম্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবূ জাহ্লের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬১. তাঁর রাবূবিয়াতের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে।

টীকা-৬২. অর্থাৎ আল্লাহ্র সমস্ত কিতাব এবং তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান আনে; তাঁদের কাউকে মান্য করে কিন্তু অন্য কাউকে অস্বীকার করে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেনা। অথবা এই অর্থ যে, আত্মীয়তার কর্তব্যাদির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করেনা। এরই মধ্যে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তাসমূহ এবং ঈমানী আত্মীয়তাসমূহও অন্তর্ভুক্ত। 'সম্মানিত সৈয়্যদগণ' [নবী করীম (দঃ)-এর বংশধরগণ]-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মুসলমানদের সাথে ভালবাসা, তাঁদের উপকার করা, তাঁদের সাহায্য করা, তাঁদের শত্রুদের প্রতিহত করা, তাঁদের সাথে স্নেহ-মমতা, সালাম-দো'আ অব্যাহত রাখা, মুসলমান রোগীদের দেখাশুনা করা এবং আপন বন্ধু-বান্ধব, সেবক, প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীদের প্রতি কর্তব্যাদি পালনে সচেতনতা অবলম্বন করাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে। শরীয়তে এর প্রতি সজাগ থাকার উপর জোর তাকীদ এসেছে। বহু সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৬৩. এবং হিসাব-নিকাশের সময় আসার পূর্বে নিজেরা নিজেদের হিসাব-নিকাশ করে নেয়।

টীকা-৬৪. ইবাদত-বন্দেগী ও বিপদাপদের সময় এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২২. এবং ঐসব লোক, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (৬৪) আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, নামায কায়েম রেখেছে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে আমারই পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে কিছু ব্যয় করেছে (৬৫) এবং মন্দের পরিবর্তে ভাল কাজ করে সেটার প্রতিকার করে (৬৬)– তাদেরই জন্য পরকালের লাভ রয়েছে

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۤىِٕهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾

২৩. বসবাস করার বাগান, যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে এবং যারা উপযুক্ত হয় (৬৭) তাদের পিতৃ-পুরুষ, স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে (৬৮); এবং ফিরিশ্‌তাগণ (৬৯) প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট (৭০) এ কথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে–

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

২৪. 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর– তোমাদের ধৈর্যধারণের পুরস্কার; সুতরাং পরকালের ঘর কতই ভালো মিলেছে!'

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۤءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে তা পাকাপাকি হবার (৭১) পর ভঙ্গ করে, এবং যা জুড়ে রাখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফ্যাসাদ ছড়ায় (৭২); তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর (৭৩)।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত ও (৭৪) সংকুচিত করেন; আর কাফির পার্থিব জীবনের উপর উল্লাসিত হয়েছে (৭৫); এবং পার্থিব জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় নয়, কিন্তু কিছুদিন ভোগ করা মাত্র।

রুকূ' – চার

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং কাফিররা বলে, 'তাদের প্রতি কোন নিদর্শন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে কেন অবতীর্ণ হয়নি?' আপনি বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন (৭৬) এবং আপন পথ তাকেই প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

২৮. ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে প্রশান্তি পায়; শুনে নাও, আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তরের প্রশান্তি রয়েছে (৭৭)।

টীকা-৬৫. নফল ইবাদত গোপনে করা এবং ফরয ইবাদত প্রকাশ্যে সম্পন্ন করা উত্তম।

টীকা-৬৬. দুর্ব্যবহারের জবাব মিষ্ট ভাষায় দিয়ে থাকে এবং যে তাদেরকে বঞ্চিত করে তাকে দান করে; যখন তাদের উপর অত্যাচার করা হয় তখন ক্ষমা করে দেয়; যখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, তখন তারা তা পুনরায় স্থাপন করে; যখন গুনাহ্‌র কাজ করে তখনই তাওবা করে নেয়; যখন অবৈধ কাজ দেখে তখন সেটা রূপরিবর্তন ঘটায়; অজ্ঞতার পরিবর্তে সহনশীলতা এবং নির্যাতনের পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করে।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ মু'মিন হয়।

টীকা-৬৮. যদিও লোকেরা তাদের মতো সৎ কর্ম করেনি, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সম্মানার্থে ওদেরকেও তাঁদের মর্যাদা স্থলে প্রবেশ করাবেন।

টীকা-৬৯. প্রত্যেক দিবা-রাত্রিতে বিভিন্ন উপঢৌকন ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ নিয়ে বেহেশ্‌তের

টীকা-৭০. অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শনার্থে

টীকা-৭১. এবং তা গ্রহণ করে নেয়ার

টীকা-৭২. কুফর ও পাপাচার সম্পন্ন করে;

টীকা-৭৩. অর্থাৎ জাহান্নাম।

টীকা-৭৪. যার জন্য ইচ্ছা করেন

টীকা-৭৫. এবং কৃতজ্ঞ হয়নি;

মাস্‌আলাঃ পার্থিব ধন-সম্পদের উপর অহংকার করা ও গর্ব করা হারাম।

টীকা-৭৬. যে, তারা নিদর্শনসমূহ ও মু'জিযাদি অবতীর্ণ হবার পরও একথা বলতে থাকে– 'কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি? কোন মু'জিযা কেন আসেনি?' অসংখ্য মু'জিযা আসা সত্ত্বেও তারা পথভ্রষ্ট থেকে যায়।

টীকা-৭৭. তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ এবং তাঁর উপকার করা ও দয়া প্রদর্শনকে স্মরণ করলে অশান্ত অন্তরসমূহে স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জিত হয়; যদিও তাঁর ন্যায়বিচার ও শাস্তির স্মরণ অন্তরগুলোকে ভীত করে দেয়; যেমন অপর আয়াতে এরশাদ করেন– اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎঃ "নিশ্চয় মু'মিনগণ, যাদের নিকট আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে যায়।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমান যখন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে তখন অপর মুসলমান তার কথা বিশ্বাস করে নেয়। তাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়ে যায়।

টীকা-৭৮. " طُوْبٰى " হচ্ছে- আরাম, অনুগ্রহ, আনন্দ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুসংবাদ। হযরত সা'ঈদ ইব্‌নে জুবায়র বলেন যে, 'হাবশী' (আবিসিনীয়) ভাষায় ' طُوْبٰى ' বেহেশ্‌তের নাম। হযরত আবূ হোরায়রা এবং অন্যান্য সাহাবীদের থেকে বর্ণিত যে, ' طُوْبٰى ' বেহেশ্‌তের একটা গাছের নাম, যার ছায়া প্রত্যেকটা বেহেশ্‌তের মধ্যে পৌঁছে। এ গাছটা 'জান্নাত-ই-আদ্‌ন'-এর মধ্যে রয়েছে; এর মূল হচ্ছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্বর্গীয় সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে। আর সেটার শাখা-প্রশাখা হচ্ছে- জান্নাতের প্রত্যেক কক্ষ ও অট্টালিকায়। এতে 'কালো' ব্যতীত প্রত্যেক প্রকারের রং ও মনোরম সৌন্দর্য শোভা পায়। প্রত্যেক ধরণের ফল-মূল ঐ বৃক্ষে জন্মে থাকে। এর মূলে 'কাফ্‌র-ই-সাল্‌সাবীল'-এর নহরসমূহ প্রবাহিত।

টীকা-৭৯. সুতরাং আপনার উম্মত সবচেয়ে পরে এসেছে। আর আপনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। আপনাকে অতি শান-শওকত সহকারে রিসালত দান করেছি।

টীকা-৮০. সেই মহান কিতাব

টীকা-৮১. শানে নুযূলঃ ক্বাতাদাহ ও মুক্বাতিল প্রমূখের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র সময় অবতীর্ণ হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে- সুহায়ল ইবনে আমর যখন সন্ধির জন্য আসলো এবং সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার উপর একমত হলো তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুকে বললেন, "লিখো- বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" কাফিরগণ এতে আপত্তি করলো। আর বললো, "আপনি আমাদের প্রথানুযায়ী بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমারই নামে)' লিপিবদ্ধ করান!' এই সম্পর্কে আয়াতে এরশাদ হচ্ছে যে, তারা 'রাহ্‌মান' (অতি দয়ালু) শব্দের বিরোধিতা করছে।

টীকা-৮২. আপন স্থান থেকে,

টীকা-৮৩. শানে নুযূলঃ কোরাঈশের কাফিরগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আপনি যদি এটা চান যে, আমরা আপনার নবূয়তকে মেনে নিই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আপনি কোরআন শরীফ পাঠ করে সেটার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দ্বারা মক্কা-মুকার্‌রামাহ্‌র পাহাড়কে সেটার স্থান থেকে সরিয়ে নিন; যাতে আমরা ক্ষেত-খামার করার জন্য প্রশস্ত মাঠ পেয়ে যাই এবং যমীন বিদীর্ণ করে প্রস্রবণ প্রবাহিত করুন; যাতে আমরা ক্ষেত ও বাগানগুলোতে তা থেকে পানি সরবরাহ করতে পারি। কুসাই ইবনে কিলাব প্রমূখ আমাদের মৃতপিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করুন। তারা আমাদেরকে বলে যাবে যে, আপনি নবী।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব বাহানাকারী কোন অবস্থাতেই ঈমান আনবেনা।

টীকা-৮৪. সুতরাং ঈমান তারাই আনবে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন এবং শক্তি দেন। সে ব্যতীত অন্য কেউ ঈমান আনবেনা, যদিও তাদেরকে ঐ নিদর্শন দেখানো হয়, যা তারা দাবী করে।

২৯. তারাই, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে; তাদের জন্য খুশী রয়েছে এবং শুভ-পরিণাম (৭৮)।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝٢٩

৩০. এভাবেই, আমি (হে হাবীব!) আপনাকে ঐ উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি, যার পূর্বে উম্মতসমূহ গত হয়েছে (৭৯) এ জন্য যে, আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনাবেন (৮০) যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি। এবং তারা পরম দয়ালুকে অস্বীকার করছে (৮১)। আপনি বলুন, 'তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন।'

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝٣٠

৩১. এবং যদি এমন কোরআন আসতো যা দ্বারা পর্বত স্থানচ্যুত হয়ে যেতো (৮২), অথবা যমীন বিদীর্ণ হতো, অথবা মৃতগণ কথা বলতো, তবুও এ কাফিররা মান্য করতো না (৮৩); বরং সমস্ত কাজ আল্লাহরই ইখ্‌তিয়ারভূক্ত (৮৪); তবে কি মুসলমানগণ এ থেকে নিরাশ হয়নি ★

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۭ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۭ اَفَلَمْ يَايْــــَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

★ আয়াতে উল্লেখিত ' يَيْئَسْ ' শব্দের অর্থ يَعْـلَمُ -ও বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তাফসীরে জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে- اَفَلَمْ يَيْئَسِ (يعلم) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الاية অর্থাৎঃ "তবে কি মু'মিনগণ এ কথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকেই সৎ পথ প্রদান করতেন।" এর 'হাশিয়া'য় (পার্শ্বটীকা) উল্লেখ করা হয়েছে- অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন- এর অর্থ اَفَلَمْ يَعْلَمُوْا অর্থাৎ "তবে কি তারা জানে নি?" এটা হচ্ছে- আরবের প্রসিদ্ধ 'নাখা' (نخـع) ও 'হাওয়াযিন' (هـوازن) গোত্রের অভিধান অনুসারেই। যেমন- 'তাফসীরে কবীর', ' তাফসীরে আবুস্ সাউদ' এবং 'তাফসীরে মা'আলিমুত্ তান্‌যীল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা اَلْيَاْسُ শব্দটি اَلْعِلْم (জেনে নেয়া)-এর অর্থে এ জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে যে, উক্ত শব্দটা (اليـأس)-এর মধ্যে 'জ্ঞান'-এর অর্থও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কারণ, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে 'নিরাশ' হলে সে এ কথা 'জানে' যে, উক্ত বিষয়টা অস্তিত্বে আসবে না (জুমাল)।

টীকা-৮৫. অর্থাৎঃ (মুসলমানরা কি নিরাশ হয়নি) কাফিরদের ঈমান আনা থেকে– তাদেরকে যত নিদর্শনই দেখানো হোক না কেন? আর মুসলমানদের কি এ কথার নিশ্চিত জ্ঞান নেই

টীকা-৮৬. কোন নিদর্শন ব্যতিরেকেই। কিন্তু তিনি যা চান তাই করেন এবং সেটাই হিকমত বা প্রজ্ঞা। এটা জবাব ঐ মুসলমানদের প্রতি, যাঁরা কাফিরদের নতুন নতুন নিদর্শন দাবী করার ক্ষেত্রে এটাই চেয়েছিলেন যে, যে কোন কাফিরই যে কোন নিদর্শন দাবী করুক, সেটাই তাকে দেখানো হোক! এতে তাঁদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, যখন মহান নিদর্শন এসে গেছে, সন্দেহ ও সংশয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং দ্বীনের সত্যতা আলোকোজ্জ্বল দিনের চেয়েও অধিক সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আর এসব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও যে সব লোক অস্বীকার করেছে ও সত্যকে স্বীকার করেনি, তখন একথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো যে, তারা হঠকারীই। আর হঠকারী লোক কোন বিষয়কে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মেনে নেয় না। সুতরাং এখন মুসলমানগণ তাদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কী আশা করতে পারে? এদের হঠকারিতা দেখে এবং সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং দলীলসমূহ থেকে তাদের বিমুখ হওয়ার অবস্থা দেখেও তাদের দিক থেকে সত্য গ্রহণের কি কোন আশা করা যেতে পারে? অবশ্য, এখন তাদের ঈমান আনা ও মান্য করার এই একমাত্র পথ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বাধ্য করবেন ও তাদের ইখতিয়ারকে ছিনিয়ে নেবেন; যদি এ ধরণের হিদায়ত করতে চাইতেন তবে সমস্ত মানুষকে হিদায়ত করতেন এবং কোন কাফিরই থাকতো না, কিন্তু পরীক্ষা জগতের হিকমত তা চায়না।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ তারা এই অস্বীকার ও হঠকারিতার কারণে বিভিন্ন প্রকারের দুর্ঘটনা, বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে; কখনো অভাব-অনটনে, কখনো লুটতরাজের শিকার হয়ে, কখনো নিহত হয়ে এবং কখনো জেলখানায় বন্দী হয়ে,

টীকা-৮৮. এবং তাদের অস্থিরতা ও বিভ্রান্তির কারণ হবে এবং তাদের নিকট পর্যন্ত এসব বিপদাপদের ক্ষতি পৌঁছবে,

টীকা-৮৯. আল্লাহ্র নিকট থেকে বিজয় ও সাহায্য আসে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দ্বীন বিজয়ী হয় আর মক্কা মুকাররামাহ্ বিজিত হয়ে যায়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা 'ক্বিয়ামত' বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে কৃত কর্মগুলোর প্রতিদান দেয়া হবে।

টীকা-৯০. এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মনে সান্ত্বনা প্রদান করছেন যেন এ ধরণের অনর্থক প্রশ্ন এবং এরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে তিনি দুঃখিত না হন। কারণ, পথ-প্রদর্শকগণকে এ ধরণের ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং এরশাদ করছেন–

اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

(যে, কাফিররা ঈমান আনবে? এবং তারা কি এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানেনা) (৮৫) যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করতেন (৮৬) এবং কাফিরদের নিকট সব সময় তাদের কৃতকর্মের উপর এ কঠোর বিপদ-ধ্বনি পৌঁছতে থাকবে (৮৭), অথবা তাদের ঘরগুলোর নিকট আপতিত হবে (৮৮), যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আসে (৮৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না (৯০)।

রুকূ' – পাঁচ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং নিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি (৯১)। অতঃপর, আমার শাস্তি কেমন ছিলো!

اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ۗ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۗ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৩৩. তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার কর্মসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করেন (৯২)? আর তারা আল্লাহ্র অংশীদার দাঁড় করায়। আপনি বলুন, 'তাদের নাম তো বলো (৯৩)!' তোমরা কি তাঁকে তাই বলছো, যা তাঁর জ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীতে নেই (৯৪), না এমনি ভাসাভাসা কথা (৯৫)? বরং কাফিরদের দৃষ্টিতে

টীকা-৯১. এবং পৃথিবীতে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, হত্যা ও কারাবন্দীত্বে আক্রান্ত করেছেন, আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-৯২. সৎ কর্মেরও, অসৎ কর্মেরও। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কি ঐসব মূর্তির মতো হতে পারেন, যেগুলো এমন নয়? না সেগুলোর জ্ঞান আছে, না ক্ষমতা; (বরং) অক্ষম ও অনুভূতিহীন।

টীকা-৯৩. তারা হচ্ছেইবা কে?

টীকা-৯৪. এবং যা তাঁর জ্ঞানে না থাকে তা নিছক বাতিল। সেটা হতেই পারেনা; কেননা, প্রত্যেক কিছুই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর জন্য শরীক থাকাও বাতিল এবং ভ্রান্ত।

টীকা-৯৫. বলার জন্য উদ্ধৃত হচ্ছো; যার কোন ভিত্তি এবং অস্তিত্ব নেই।

টীকা-৯৬. অর্থাৎ হিদায়ত ও ধর্মের পথ থেকে।

টীকা-৯৭. হত্যা ও কারাবন্দীর।

টীকা-৯৮. অর্থাৎ সেটার ফলসমূহ এবং সেটার ছায়া চিরস্থায়ী। সেগুলো থেকে কিছুই বন্ধ ও অপসারিত হবেনা। বেহেশ্‌তের অবস্থা আশ্চর্যজনক। এ'তে না সূর্য আছে, না চন্দ্র, না অন্ধকার। এতদ্‌সত্ত্বেও তাতে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থায়ী ছায়া রয়েছে।

مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

তাদের প্রতারণা ভালো স্থির হয়েছে এবং সৎ পথ থেকে (তাদেরকে) রুখে দেয়া হয়েছে (৯৬)। এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সৎপথ প্রদর্শনকারী নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদের পার্থিব জীবনেই শাস্তি হবে (৯৭) এবং নিঃসন্দেহে আখিরাতের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর; এবং তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং অবস্থাদি ঐ জান্নাতের, যার প্রতিশ্রুতি খোদা-ভীরুদের জন্য রয়েছে (এরূপ) –সেটার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়; সেটার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং সেটার ছায়াও (৯৮)। খোদাভীরুদের তো এই শুভ-পরিণাম (৯৯); এবং কাফিরদের পরিণাম আগুন।

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি (১০০) তারা সেটারই উপর আনন্দিত হয়, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐসব দলের মধ্যে (১০১) কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা সেটার কিছু অংশকে অস্বীকার করে। আপনি বলুন, 'আমাকে তো এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যেন আমি আল্লাহ্‌র বন্দেগী করি এবং যেন তাঁর শরীক দাঁড় না করি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করছি এবং তাঁরই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন (১০২)।

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং এভাবে আমি সেটাকে আরবী মীমাংসা অবতীর্ণ করেছি (১০৩) এবং হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো (১০৪) এরপর যে, তোমার নিকট জ্ঞান এসেছে, তবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে না তোমার কোন অভিভাবক থাকবে, না রক্ষাকারী।

রুকূ' – ছয়

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

৩৮. এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের জন্য স্ত্রী (১০৫) ও সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করেছি এবং কোন রসূলের

টীকা-৯৯. অর্থাৎ খোদাভীরুদের জন্য জান্নাত রয়েছে;

টীকা-১০০. অর্থাৎ তারা হচ্ছে ইহুদী ও খৃষ্টান; যারা ইসলাম দ্বারা ধন্য হয়েছে; যেমন– আবদুল্লাহ্-ইবনে সালাম প্রমূখ এবং 'হাবশাহ্' (আবিসিনিয়া) ও 'নাজরান'-এর খৃষ্টানগণ।

টীকা-১০১. ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের, যারা আপনার সাথে শত্রুতায় বিহ্বল এবং আপনার উপর তারা বহুবার আক্রমণ করেছে।

টীকা-১০২. এর মধ্যে কোন্ কথাটা অস্বীকার যোগ্য? কেন তারা মেনে নেয় না?

টীকা-১০৩. অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী নবীগণকে (আলায়হিমুস সালাম) কে তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় বিধি-বিধান দিয়েছিলেন অনুরূপভাবে, আমি এ কোরআন, হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনার আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। কোরআন করীমকে মীমাংসা (حُكْم) এ জন্যই বলেছেন যে, তাতে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর তাওহীদ, তাঁর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত, শরীয়তের সমস্ত বিধি-নিষেধ ও বিধি-বিধান এবং হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে।

কোন কোন আলিম বলেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপর কোরআন শরীফকে গ্রহণ করার এবং সেটা অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু সেটার নাম 'হুকুম' (নির্দেশ) রেখেছেন।

টীকা-১০৪. অর্থাৎ কাফিরদেরকে, যারা তাদের (তথাকথিত) ধর্মের প্রতি আহবান করে।

টীকা-১০৫. শানে নুযূলঃ কাফিররা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এ দোষারোপ করেছিলো যে, 'তিনি বিবাহ করেন। তিনি যদি নবী হতেন, তবে দুনিয়া ত্যাগী হতেন; স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির সাথে কোন সম্পর্ক রাখতেন না। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রী-পুত্র থাকা নবূয়তের পরিপন্থী নয়। সুতরাং এ আপত্তি উত্থাপন করা নিছক অর্থহীন। আর পূর্বে যেসব রসূল এসেছেন তাঁরা ও বিবাহ করতেন। তাঁদের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি ছিলো।

টীকা-১০৬. তার আগে ও পরে হতে পারেনা- চাই সে প্রতিশ্রুতি শাস্তির হোক, কিংবা অন্য কিছুর।

টীকা-১০৭. হযরত সা'ঈদ ইব্‌নে জুবায়র ও ক্বাতাদাহ এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ যেই বিধি-বিধানকে চান রহিত করেন, যেগুলোকে রাখতে চান বলবৎ রাখেন। এ ইবনে জুবায়রের অপর এক অভিমত এ যে, বান্দাদের গুনাহ্‌সমূহ থেকে আল্লাহ্ যা চান ক্ষমা করে নিশ্চিহ্ন করে দেন, আর যা চান বহাল রাখেন। ইকরামা'র অভিমত হচ্ছে- 'আল্লাহ্ তা'আলা (বান্দার) তাওবা দ্বারা যে পাপকেই চান নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সেটার স্থলে পুণ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত করেন।' এর ব্যাখ্যায় আরো বহু অভিমত রয়েছে।

টীকা-১০৮. যা তিনি অনাদিকালেই (ازل) লিপিবদ্ধ করেন; এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র জ্ঞান। অথবা 'মূল লেখা' (ام الكتاب) মানে 'লওহ-ই-মাহফূয' (لوح محفوظ)। যাতে সমস্ত সৃষ্টি এবং বিশ্বে ঘটমান সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত বস্তু লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন হয়না।

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾

কাজ এই নয় যে, কোন নিদর্শন নিয়ে আসবেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে। প্রত্যেক প্রতিশ্রুতির একটা নির্দ্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে (১০৬)।

৩৯. আল্লাহ্ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন (১০৭); এবং মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে (১০৮)

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾

৪০. এবং আমি যদি আপনাকে দেখিয়ে দিই কোন প্রতিশ্রুতি (১০৯), যা তাদেরকে দেয়া হয় অথবা পূর্বেই (১১০) আমার নিকট ডেকে নিই, তবে উভয় অবস্থাতেই আপনার কর্তব্য তো শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া; আর হিসাব নেয়া (১১১) আমারই দায়িত্ব (১১২)।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের কি বোধগম্য হয়না যে, আমি চতুর্দিক থেকে তাদের আবাদী-ভূমিকে সংকুচিত করে আনছি (১১৩)? এবং আল্লাহ্ আদেশ করেন; তাঁর আদেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই (১১৪) এবং হিসাব গ্রহণে তাঁর বিলম্ব হয়না।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং তাদের পূর্ববর্তীগণ (১১৫) প্রতারণা করেছিলো। অতঃপর সমস্ত গোপন ব্যবস্থাপনার মালিক তো আল্লাহ্‌ই (১১৬)। তিনি জানেন যা কিছু কোন ব্যক্তি উপার্জন করে (১১৭) এবং এখন কাফিরগণ জানতে চায় কে পাবে পরকালের আবাস (১১৮)।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং কাফিররা বলে, 'আপনি রসূল নন।' আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সাক্ষীরূপে যথেষ্ট আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (১১৯); এবং সেই, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে (১২০)। ★

টীকা-১০৯. শাস্তির

টীকা-১১০. আমি আপনাকে

টীকা-১১১. এবং কর্মসমূহের প্রতিফল দেয়া

টীকা-১১২. কাজেই, আপনি কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণে দুঃখিত হবেন না এবং শাস্তি প্রার্থনায় ত্বরা করবেন না।

টীকা-১১৩. এবং শির্কের ভূমির প্রশস্ততা মুহূর্তে মুহূর্তে হ্রাস করে আনছি এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য কাফিরদের চতুর্দিকের ভূখণ্ডগুলো একের পর এক বিজিত হতে চলেছে। আর এটা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবের সাহায্য করেন এবং তাঁর সৈন্যদেরকে বিজয়ী করেন; আর তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করেন।

টীকা-১১৪. তাঁর নির্দেশ কার্যকর। কারো শক্তি নেই যে, তাতে 'কি ও কেন' বলবে কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন করবে। যখন তিনি ইসলামকে বিজয় দান করতে চান এবং কুফরকে দমিত করতে চান তখন কার ক্ষমতা আছে তাঁর নির্দেশে হস্তক্ষেপ করার?

টীকা-১১৫. অর্থাৎ গত হওয়া উম্মতদের মধ্যেকার কাফিররা তাদের নবীগণের সাথে

টীকা-১১৬. অতঃপর তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার কি চলতে পারে? আর যখন বাস্তবতা এই হয়, তখন সৃষ্টির সন্দেহ কিসের?

টীকা-১১৭. প্রত্যেকের উপার্জন (কৃতকর্ম) সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত রয়েছেন। আর তাঁর নিকট এর প্রতিফল বা প্রতিদানও নির্দ্ধারিত রয়েছে।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ কাফিররা অবিলম্বে জেনে নেবে যে, পরকালের শান্তি মু'মিনদের জন্যই; আর সেখানকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা কাফিরদের জন্য।

টীকা-১১৯. যিনি আমার হস্তদ্বয়ের মধ্যে প্রকাশ্য মু'জিযাদি ও প্রভাবশালী নিদর্শনাদি প্রকাশ করে 'আমি প্রেরিত নবী' মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন;

টীকা-১২০. চাই তারা ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের মধ্য থেকে তাওরীতের জ্ঞানী হোক, কিংবা খৃষ্টানদের মধ্য থেকে 'ইঞ্জীল'-এর জ্ঞানী হোক- তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'রিসালত'-এর বিবরণ নিজেদের কিতাবগুলোর মধ্যে দেখে জেনে নেয়। এসব আলিমের অধিকাংশই আপনার 'রিসালত'-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ★

****

★ 'সূরা রা'দ' সমাপ্ত।

টীকা-১. সূরা ইব্রাহীম মক্কী; আয়াত– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا — এবং এর পরবর্তী আয়াত ব্যতীত। এ সূরায় সাতটি রুকূ', ৫২টি আয়াত, ৮৬১টি পদ এবং ৩৪৩৪টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. এ ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-৩. কুফর, পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির

টীকা-৪. ঈমানের

সূরা ইব্রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইব্রাহীম মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫২ রুকূ'-৭

রুকূ' – এক

১. আলিফ-লাম-রা। একটি কিতাব (২), যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে (৩) অন্ধকাররাশিথেকে (৪) আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন (৫), তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে– তাঁরই পথ (৬)-এর দিকে, যিনি মহা সম্মানিত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী;

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ①

২. আল্লাহ্, তাঁরই যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে (৭) এবং কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে একটি কঠিন শাস্তি থেকে;

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ②

৩. যাদের নিকট পরকাল অপেক্ষা পার্থিব জীবন প্রিয় এবং যারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় (৮) ও তাতে বক্রতা চায়, তারা দূরের ভ্রান্তিতে রয়েছে (৯)।

الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ③

৪. এবং আমি প্রত্যেক রসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি (১০) যেন সে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেয় (১১); অতঃপর আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন যাকে চান এবং তিনি সৎপথ দেখান যাকে চান এবং তিনিই মহাসম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

টীকা-৫. 'অন্ধকাররাশি' (ظلمات) কে বহুবচন এবং আলোক (نور)-কে একবচন ব্যবহার করার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সত্য দ্বীনের পথ হচ্ছে শুধু একটা, কিন্তু কুফর ও পথভ্রষ্টতার পথ অসংখ্য।

টীকা-৬. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম

টীকা-৭. তিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক, সবই তাঁর বান্দা ও মালিকানাধীন। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা সবার উপর অপরিহার্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা বৈধ নয়।

টীকা-৮. এবং লোকদেরকে আল্লাহ্র দ্বীন গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত রাখে

টীকা-৯ যে, সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

টীকা-১০. যার মধ্যে সেই রসূল প্রেরিত হয়েছেন, চাই তাঁর দাওয়াত ব্যাপক হোক এবং অন্যান্য জাতি ও রাজ্যের অধিবাসীদের উপরও তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য হোক। যেমন– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সমস্ত মানব জাতি, জিন্‌জাতি; বরং সমগ্র সৃষ্টির প্রতিই এবং তিনি সবারই নবী। যেমন ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে–

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

অর্থাৎঃ "যেন তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য সতর্ককারী হোন।"

টীকা-১১. এবং যখন তাঁর সম্প্রদায় ভালভাবে বুঝে নেবে, তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট অনুবাদের মাধ্যমে সেসব বিধান পৌঁছানো যাবে আর সেগুলোর মাহাত্ম্যও বুঝিয়ে দেয়া যাবে।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলেছেন যে, ' قَوْمِهٖ ' (তাঁর জাতি বা সম্প্রদায়)-এর 'সর্বনাম পদ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে– "আমি প্রত্যেক রসূলকে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা অর্থাৎ আরবীতেই ওহী করেছি।" আর এ অর্থটা একটা 'বর্ণনায়'ও এসেছে– (বর্ণিত হয়,) "ওহী সর্বদাই আরবী ভাষায়ই অবতীর্ণ হতো। অতঃপর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য তাদেরই ভাষার অনুবাদ করে দিতেন।"

(ইত্‌ক্বান ও তাফসীর-ই-হোসাইনী)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيّٰىمِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝٥

৫. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি (১২) সহকারে প্রেরণ করেছি, 'আপন সম্প্রদায়কে অন্ধকার রাশি থেকে (১৩) আলোতে আনয়ন করো এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও (১৪)!।' নিশ্চয় সেটার মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٦

৬. এবং যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলো (১৫), 'স্মরণ করো তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিতো এবং তোমাদের পুত্রদের যবেহ্ করতো ও তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো; এবং এ'তে (১৬) তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ হয়েছে।

রুকূ' - দুই

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝٧

৭. এবং স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক শুনিয়ে দিলেন, 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দেবো (১৭) এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি কঠোর।'

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, 'আরবী' সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

টীকা-১২. যেমন- 'লাঠি' ও 'শুভ্র-হস্ত' ইত্যাদি সুস্পষ্ট মু'জিযা।

টীকা-১৩. কুফরের অন্ধকাররাশি থেকে বের করে ঈমানের-

টীকা-১৪. 'ক্বামূস'-এর মধ্যে রয়েছে যে, ' أَيَّامُ اللّٰهِ ' দ্বারা 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি'র কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'আব, মুজাহিদ এবং ক্বাতাদাহ্‌ও ' أَيَّامُ اللّٰهِ ' (আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ)-এর ব্যাখ্যা 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ' দ্বারা করেছেন। মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে- ' أَيَّامُ اللّٰهِ ' দ্বারা ঐসব বড় বড় ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন أَيَّامُ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ) হচ্ছে ঐসব দিন, যেগুলোতে আল্লাহ্ আপন বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যেমন বনী ইস্রাঈলের জন্য 'মান্ন' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করার দিন; হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করার দিন। (খাযিন, মাদারিক ও ইমাম রাগিব কৃত মুফরাদাত)

এ সব দিবসের (أَيَّامُ اللّٰهِ) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহের দিন হচ্ছে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বেলাদত (জন্ম) ও মি'রাজের দিন। এ গুলোর স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করাও এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, অন্যান্য বুযর্গ ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার যেসব অনুগ্রহ হয়েছে, অথবা যেসব দিনে বড় ধরণের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে; যেমন-১০ই মুহররম কারবালার ভয়ঙ্কর ঘটনা; সে গুলোর স্মৃতি প্রতিষ্ঠা কয়াও আল্লাহ্‌র দিবসসমূহকে স্মরণ করানোর শামিল।

কিছু সংখ্যক লোক মীলাদ শরীফ, মি'রাজ শরীফ ও শাহাদত স্মরণের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে থাকে, তাদের এ আয়াত থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

টীকা-১৫. হযরত মূসা আলায়হিস সালাতু ওয়াত তাস্‌লীমাত-এর আপন সম্প্রদায়কে এটা এরশাদ করাও 'আল্লাহ্‌র দিবসসমূহ'কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার নির্দেশ পালনের শামিল।

টীকা-১৬. অর্থাৎ মুক্তি প্রদানের মধ্যে

টীকা-১৭. এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ' দ্বারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শোকর (কৃতজ্ঞতা)- এর মূল হচ্ছে যে, মানুষ অনুগ্রহের কল্পনা করবে এবং সেটা প্রকাশ করবে। আর প্রকৃত শোকর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) হচ্ছে এ যে, নি'মাতকে সেটার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সহকারে স্বীকার করবে এবং নাফ্‌সকে সেটার প্রতি অভ্যস্ত করবে। এখানে একটা সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। সেটা এই যে, বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহ এবং তাঁর বিভিন্ন ধরণের অনুগ্রহ, বদান্যতা ও উপকার দানের কথা পর্যালোচনা করে, অতঃপর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মগ্ন হয়, তখন এর ফলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ বৃদ্ধি পায়। আর বান্দার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বত বাড়তে থাকে এবং এই স্তর খুবই উচ্চ পর্যায়ের। তা থেকে অধিকতর উচ্চ স্তর এই যে, নি'মাতদাতার ভালবাসা এ পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করবে যে, অনুগ্রহসমূহের প্রতি হৃদয়ের লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকবেনা (বরং নি'মাতদাতার প্রতিই থাকবে)। এই স্তর হচ্ছে 'সিদ্দীক্ব' (মহা সত্যবাদী)-গণেরই। আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহক্রমে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দিন!

টীকা-১৮. তখন তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তোমরাই নি'মাতসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

টীকা-১৯. কতই ছিলে।

টীকা-২০. এবং তাঁরা মু'জিযাদি দেখিয়েছেন।

৮. এবং মূসা বললো, 'যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যত রয়েছে সকলেই কাফির হয়ে যাও (১৮), তথাপি নিশ্চয় আল্লাহ্ বেপরোয়া, সমস্ত প্রশংসার মালিক।

وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكْفُرُوٓا أَنتُمْ وَمَن
فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ
حَمِيدٌ ⑧

৯. তোমাদের নিকট কি সেসব লোকের সংবাদ আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো– নূহের সম্প্রদায়, 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায় এবং যারা তাদের পরবর্তীতে হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহ্ই জানেন (১৯)। তাদের নিকট তাদের রসূল স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছেন (২০) অতঃপর তারা আপন হাতগুলো (২১) আপন মুখের দিকেই নিয়ে গেলো (২২); আর বললো, 'আমরা অস্বীকারকারী হই সেটার, যা কিছু তোমাদের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে পথ (২৩)-এর দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো, তাতে আমাদের মনে এই সন্দেহ রয়েছে যে, তা বক্তব্যকে স্পষ্ট হতে দেয়না।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ
مِنۢ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ
جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا
أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا
بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا
تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ⑨

১০. তাদের রসূলগণ বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে (২৪)? আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। তোমাদেরকে আহ্বান করেন (২৫) যেন তোমাদের কিছু পাপ মার্জনা করেন (২৬) এবং মৃত্যুর নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদের জীবন শান্তিবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করান।' তারা বললো, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ (২৭)। তোমরা তো চাচ্ছো আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে, যার আমাদের পিতৃপুরুষগণ পূজা করতো (২৮)। এখন আমাদের নিকট কোন সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে এসো (২৯)।'

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم
مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ
مُّسَمًّى قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ
ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ⑩

১১. তাদের রসূলগণ তাদেরকে বললেন (৩০), 'আমরা হই তো তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ আপন বান্দাদের মধ্যে যাঁরই প্রতি চান অনুগ্রহ করেন (৩১)। আর আমাদের কাজ নয় যে, আমরা তোমাদের নিকট কোন সনদ নিয়ে আসবো, কিন্তু আল্লাহ্রই নির্দেশক্রমে। এবং মুসলমানদের আল্লাহ্রই উপর নির্ভর করা উচিত (৩২)।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن
يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن
نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَ
عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ⑪

টীকা-২১. তীব্র ক্রোধে

টীকা-২২. হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন যে, তারা রাগের বশীভূত হয়ে নিজেদের হাত চিবাতে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, তারা আল্লাহ্‌র কিতাব শুনে অবাক হয়ে নিজেদের মুখের উপর হাত রাখলো। মোটকথা, এটা কোন না কোন অস্বীকারেরই বহিঃপ্রকাশ ছিলো।

টীকা-২৩. অর্থাৎ তাওহীদ ও ঈমান।

টীকা-২৪. তাঁর তাওহীদের মধ্যে কি কোন প্রকার সন্দেহ আছে? এটা কিভাবে হতে পারে! এর পক্ষে প্রমাণাদিতো অতীব সুস্পষ্ট।

টীকা-২৫. আপন আনুগত্য ও ঈমানের দিকে।

টীকা-২৬. তোমরা যখন ঈমান নিয়ে এসো! এ কারণে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়– বান্দাদের প্রাপ্য ব্যতীত। এ কারণেই 'কিছু গুনাহ্' বলে এরশাদ করেন।

টীকা-২৭. বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদের নিকট আমাদেরই মতো মনে হচ্ছো। অতঃপর এ কথা কীভাবে মেনে নেয়া যাবে যে, 'আমরা তো নবী হলাম না কিন্তু তোমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়ে গেলো?'

টীকা-২৮. অর্থাৎ মূর্তি পূজা থেকে।

টীকা-২৯. যা দ্বারা তোমাদের দাবীর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। এ কথাটা তাদের একগুঁয়েমী ও হঠকারিতাবশতঃই ছিলো; অথচ নবীগণ নির্দশনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন ও মু'জিযাসমূহ দেখিয়েছিলেন। তবুও তারা নতুন সনদ চেয়েছে। আর প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহকে অস্তিত্বহীনরূপে সাব্যস্ত করেছে।

টীকা-৩০. আচ্ছা, এটাই মেনে নাও যে, আমরা বাস্তবিক পক্ষে মানুষ,

টীকা-৩১. এবং নবূয়ত ও রিসালত সহকারেই মনোনীত করেন এবং ঐ মহা মর্যাদায় ভূষিত করেন।

টীকা-৩২. তিনিই শত্রুদের অনিষ্টকে প্রতিহত করেন এবং তা থেকে রক্ষা করেন।

টীকা-৩৩. আমাদের দ্বারা এমন হতেই পারে না। কেননা, আমরা জানি যে, যা কিছু আল্লাহ্‌র ফয়সালার মধ্যে রয়েছে তাই সংঘটিত হবে। আমাদের তাতে পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস রয়েছে। হযরত আবূ তুরাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হচ্ছে- সুতরাং 'তাওয়াক্কুল' এর অর্থ হলো- শরীরকে আল্লাহর ইবাদতে রত রাখা, হৃদয়কে তাঁর রাবূবিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত রাখা, অনুগ্রহ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করাই।

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. এবং আমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবোনা (৩৩)? তিনি তো আমাদের পথগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন (৩৪) এবং তোমরা আমাদেরকে যেই কষ্ট দিচ্ছো, আমরা অবশ্যই সেটার উপর ধৈর্যধারণ করবো। এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা উচিত।

রুকূ' - তিন

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ۚ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং কাফিরগণ তাদের রসূলগণকে বললো, 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ভূমি (৩৫) থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমরা আমাদের দ্বীনের প্রতি ফিরে এসো।' অতঃপর তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেছেন, 'আমি অবশ্যই যালিমদেরকে বিনাশ করবো।'

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

১৪. এবং নিশ্চয় আমি তাদের পর তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করাবো (৩৬)। এটা তারই জন্য, যে (৩৭) আমার সম্মুখে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং আমি যেই শাস্তির নির্দেশ শুনিয়েছি সেটারও ভয় রাখে।'

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿١٥﴾

১৫. এবং তারা (৩৮) মীমাংসা চেয়েছে এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে (৩৯)।

مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿١٦﴾

১৬. জাহান্নাম তার পেছনে লেগে আছে এবং তাকে পূঁজের পানি পান করানো হবে।

يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿١٧﴾

১৭. অতি কষ্টে তা থেকে অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নীচে অবতরণ করানোর আশাই থাকবে না (৪০) এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পেছনে একটা কঠিন শাস্তি (৪১)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ٰۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٨﴾

১৮. আপন প্রতিপালককে অস্বীকারকারীদের অবস্থা এমন যে, তাদের কর্মসমূহ হচ্ছে (৪২) ভস্ম সদৃশ, যার উপর দিয়ে বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা আসলো ঝড়ের দিনে (৪৩)। সমস্ত উপার্জন থেকে কিছুই হাতে আসলো না; এটাই হচ্ছে দূরের পথভ্রষ্টতা।

টীকা-৩৪. এবং হিদায়ত ও মুক্তির পথগুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং আমরা জানি যে, সমস্ত বিষয় তাঁরই ক্ষমতা ও ইখতিয়ারাধীন।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ আপন এলাকাগুলো

টীকা-৩৬. হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তার ঘরের মালিক ঐ প্রতিবেশীকেই করে দেন।

টীকা-৩৭. ক্বিয়ামতের দিন

টীকা-৩৮. অর্থাৎ নবীগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, অথবা উম্মতগণ নিজেদের ও রসূলগণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে

টীকা-৩৯. অর্থ এই যে, নবীগণকে সাহায্য করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে বিজয় প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, সত্য-বিরোধী, অবাধ্য কাফির নিরাশ হয়েছে এবং তাদের রক্ষা পাবার কোন পথ বাকী থাকেনি।

টীকা-৪০. হাদীস শরীফে আছে যে, জাহান্নামবাসীকে পূঁজের পানি পান করানো হবে। তা যখন তাদের মুখের নিকট আসবে তখন তা তাদের নিকট খুবই অসহনীয় অনুভূত হবে। যখন আরো নিকটবর্তী হবে, তখন তাতে তাদের চেহারা জ্বলে ভুনে যাবে এবং মাথা পর্যন্ত চামড়া জ্বলে খসে পড়বে। আর যখন পান করবে তখন নাড়িভুঁড়ি কেটে বের হয়ে যাবে। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

টীকা-৪১. অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্তির পরে তদপেক্ষাও অধিক কঠিন শাস্তি হবে। (আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহ্‌রই আশ্রয় নিচ্ছি!)

টীকা-৪২. যেগুলোকে তারা সৎ কাজ বলে মনে করতো। যেমন- অভাবীদের সাহায্য করা, মুসাফিরদের প্রতি সহায়তা দান এবং অসুস্থদের খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি যেহেতু ওগুলো ঈমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সেহেতু সেগুলো সবই নিষ্ফল এবং সেগুলোর উপমা এ রূপই-

টীকা-৪৩. এবং সেসবই উড়ে গেছে, সে গুলোর অংশগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে আর তা থেকে কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এ অবস্থাই হচ্ছে কাফিরদের

কর্মসমূহের। তাদের কুফর ও শির্কের কারণে সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে গেছে।

টীকা-৪৪. সেগুলোর মধ্যে বহু নিগূঢ় রহস্য রয়েছে এবং সেগুলোর সৃষ্টি অনর্থক নয়।

টীকা-৪৫. অস্তিত্ব বিলীন করে দেবেন।

টীকা-৪৬. তোমাদের স্থলে, যারা অনুগত হবে। এটা কি তাঁরই ক্ষমতা বহির্ভূত, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাশীল?

টীকা-৪৭. অস্তিত্ব বিলোপ করা ও অস্তিত্বে নিয়ে আসা।

টীকা-৪৮. ক্বিয়ামত-দিবসে

১৯. তুমি কি লক্ষ্য করো নি যে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন (৪৪)? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন (৪৫); আর একটি নতুন সৃষ্টিকে নিয়ে আসবেন (৪৬)।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

২০. এবং এটা (৪৭) আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নয়।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

২১. এবং সবই আল্লাহ্‌র নিকট (৪৮) প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হবে; তখন যারা দুর্বল ছিলো (৪৯) (তারা) অহংকারীদেরকে বলবে (৫০), 'আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, সুতরাং তোমাদের দ্বারা কি এটা সম্ভব হবে যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছু আমাদের থেকে সরিয়ে নেবে (৫১)? (তারা) বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরা তোমাদেরকেও করতাম (৫২)। আমাদের জন্য একই কথা– চাই অস্থির হই কিংবা ধৈর্যশীল হয়ে থাকি; আমাদের কোথাও আশ্রয় নেই।'

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدٰىنَا اللَّهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

রুকূ' – চার

২২. এবং শয়তান বলবে যখন মীমাংসা হয়ে যাবে (৫৩), 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি, দিয়েছিলেন (৫৪) এবং আমি তোমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম (৫৫) তা তোমাদের সাথে রক্ষা করিনি এবং তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিলো না (৫৬), কিন্তু এতটুকুই যে, আমি তোমাদেরকে (৫৭) আহ্বান করেছিলাম, তোমরা আমার

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّآ أَنْ دَعَوْتُكُمْ

টীকা-৪৯. এবং ধনশালী ও প্রভাবশালী লোকদের অনুসরণ করতে গিয়ে তারা কুফর অবলম্বন করেছিলো,

টীকা-৫০. যে, দ্বীন ও ধর্ম-বিশ্বাসে,

টীকা-৫১. তাদের এই উক্তি তিরস্কার ও হঠকারিতা হিসেবে হবে। অর্থাৎ 'পৃথিবীতে তোমরা পথভ্রষ্ট করেছিলে, সত্য পথে বাধা দিয়েছিলে এবং আগে আগে কথা বলছিলে। এখন সেই দাবীর কী হলো? এখন এ শাস্তির কিছুটা হলেও হটাও'। কাফিরদের নেতাগণ প্রত্যুত্তরে

টীকা-৫২. 'যখন নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তখন তোমাদেরকে কী পথইবা দেখাতাম? এখন তো রক্ষা পাবার কোন পথ নেই, না কাফিরদের পক্ষে সুপারিশ! এসো, কান্নাকাটি করি আর ফরিয়াদ করি।' পাঁচশ বছর যাবৎ ফরিয়াদ ও কান্নাকাটি করবে। কিন্তু তা কোন কাজে আসবে না। তখন বলবে, 'এখন ধৈর্যধারণ করে দেখো! হয়ত তাতে কোন ফল পাওয়া যাবে।' পাঁচশ বছর যাবৎ ধৈর্য ধরবে। তাও কোন কাজে আসবে না। তখন বলবে,

টীকা-৫৩. এবং হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করে দেবেন। বেহেশ্তীগণ বেহেশ্তের এবং দোযখীগণ দোযখের নির্দেশ পেয়ে যথাক্রমে বেহেশ্ত ও দোযখে প্রবেশ করবে। আর দোযখীরা শয়তানের প্রতি দোষারোপ করবে, তাকে মন্দ বলবে– "হে হতভাগা! তুই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমাদেরকে এ বিপদে গ্রেফতার করেছিস।" তখন সে জবাব দেবে–

টীকা-৫৪. যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে আর পরকালে সৎকর্মসমূহ ও অসৎ কর্মসমূহের প্রতিফল মিলবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য ছিলো; সত্য প্রমানিতও হয়েছে।

টীকা-৫৫. যে,' না মৃত্যুর পর জীবিত হতে হবে, না কোন প্রতিফল ভোগ করতে হবে, না জান্নাত আছে এবং না দোযখ।'

টীকা-৫৬. না আমি তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করেছিলাম। অথবা এই যে, আমি আমার প্রতিশ্রুতির পক্ষে তোমাদের সম্মুখে কোন যুক্তি বা অকাট্য প্রমাণ পেশ করিনি।

টীকা-৫৭. প্ররোচনা দিয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে

টীকা-৫৮. এবং যুক্তি কিংবা অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই তোমরা আমার প্রতারণার শিকার হয়ে গেছো; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তোমরা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়োনা। আর তাঁর রসূলগণ তাঁরই পক্ষ থেকে প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছেন এবং তাঁরা অকাট্য যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন। অকাট্য দলিলাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং খোদ্ তোমাদেরই জন্য অপরিহার্য ছিলো যে, তোমরা সে গুলোর অনুসরণ করবে এবং তাঁদের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ থেকে মুখ ফেরাবেনা আর আমার কথার কান দেবে না এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করবে না; কিন্তু তোমরা তো তা করোনি!

টীকা-৫৯. কেননা, আমি হলাম শত্রু এবং আমার শত্রুতা প্রকাশ্যই। সুতরাং শত্রু থেকে মঙ্গল-কামনার আশা করাই তো বোকামী। কাজেই,

টীকা-৬০. আল্লাহ্‌র, তাঁর ইবাদতের মধ্যে। (খাযিন)

فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে (৫৮)। সুতরাং তোমরা আমার উপর দোষারোপ করোনা (৫৯) তোমরা নিজেদের উপরই দোষারোপ করো। না আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো, না তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। ঐ যে তোমরা পূর্বে আমাকে শরীক স্থির করেছিলে (৬০), আমি তাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।' নিশ্চয় যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে বাগানসমূহে প্রবেশ করানো হবে, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান; সর্বদা সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করবে আপন প্রতিপালকের নির্দেশে। সেখানে তাদের সাক্ষাতের সময়কার অভিবাদন হবে 'সালাম' (৬১)।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেন নি, আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিলেন পবিত্র বাক্যের (৬২)? যেমন, পবিত্র বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আসমানে;

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. সর্বদা তার ফলদান করে আপন প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে (৬৩); আর আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য উপমাসমূহ নিয়ে থাকেন যাতে তারা অনুধাবন করে (৬৪)।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং অপবিত্র বাক্য (৬৫)-এর উপমা যেমন একটা অপবিত্র গাছ (৬৬), যা ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে, এখন সেটার কোন অবস্থান নেই (৬৭)।

টীকা-৬১. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, ফিরিশ্‌তাদের পক্ষ থেকে এবং পরস্পর পরস্পরের পক্ষ থেকে।

টীকা-৬২. অর্থাৎ কলেমা-ই-তাওহীদের।

টীকা-৬৩. অনুরূপভাবে, ঈমানের কলেমা যে, সেটার মূল মু'মিনের হৃদয়ের ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়। আর সেটার শাখা-প্রশাখা অর্থাৎ আমল আসমানে পৌঁছে যায় এবং সেটার ফলসমূহ- বরকত ও সাওয়াব, সর্বদা অর্জিত হয়।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে বলেন, "ঐ বৃক্ষের নাম বলো, যা মু'মিনদের মতোই। সেটার পাতা ঝরেনা আর সেটা সর্বদা ফল দান করে (অর্থাৎ যেমন মু'মিনদের 'আমল' বা সৎকর্ম নিষ্ফল হয়না) এবং সেটার বরকতসমূহ সর্বদা অর্জিত থাকে।" সাহাবীগণ চিন্তামগ্ন হলেন, ভাবতে লাগলেন- এমনটি কোন্ বৃক্ষ হতে পারে, যার পাতা ঝরেনা, সেটার ফল সর্বদা বিদ্যমান থাকে! সুতরাং তাঁরা জঙ্গলের বৃক্ষাদির নাম উল্লেখ করলেও এমন কোন বৃক্ষের কথা তাঁদের কল্পনায়ও আসেনি। তখন হুযূর (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "সেটা হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।"

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আপন সম্মানিত পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দরবারে আরয করলেন, "যখন হুযূর (দঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন আমার মনে এসেছিলো যে, সেটা খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু বড় বড় সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন। আমি ছিলাম বয়সে ছোট। এ কারণে, আদব করে আমি নিশ্চুপ রইলাম।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "যদি তুমি বলে ফেলতে তবে আমি খুব খুশী হতাম।"

টীকা-৬৪. এবং ঈমান আনে; কেননা, উপমাসমূহ দ্বারা অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ কুফরসূচক উক্তি।

টীকা-৬৬. اندرائن (তিক্তফল)-এর মতো; যা স্বাদে তিক্ত, গন্ধে অপছন্দনীয়; অথবা রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধময়।

টীকা-৬৭. কেননা, সেটার মূল মাটিতে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় নয়; শাখা-প্রশাখাও উঁচু হয়না। এই অবস্থা হচ্ছে কুফরসূচক উক্তিরও। কারণ, সেটার মূল মোটেই

সুদৃঢ় নয়। এর পক্ষেও কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই, যা দ্বারা তাতে দৃঢ়তা আসে। না আছে তাতে কোন বরকত বা মঙ্গল, যা গ্রহণযোগ্যতার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে পারে।

টীকা-৬৮. অর্থাৎ ঈমানের কলেমা

টীকা-৬৯. যে, তাঁরা চরম পরীক্ষা এবং বিপদের সময়ও ধৈর্যশীল এবং অটল থাকেন; সত্যপথ ও সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন (ইসলাম) থেকে বিচ্যুত হননা। শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবনের পরিসমাপ্তিও ঈমানের উপরই হয়ে থাকে।

টীকা-৭০. অর্থাৎ কবরে, যা পরকালের প্রথম সোপান। যখন 'মুনকার' ও 'নকীর' এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কোন্‌টা? আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁর সম্বন্ধে তুমি কি বলো?" তখন মু'মিন এ সোপানে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, সুদৃঢ় থাকে আর বলে দেন- "আমার প্রতিপালক আল্লাহ্, আমার দ্বীন ইসলাম, আর ইনি হলেন আমার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল।" অতঃপর তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং এর মধ্যে বেহেশ্‌তের বাতাস ও খুশবু আসে এবং তা আলোকিত করে দেয়া হয়; আর আসমান থেকে আহ্বান করা হয়- "আমার বান্দা সত্য বলেছে।"

২৭. আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন ঈমানদারদেরকে শাশ্বত বাণী (৬৮)-তে, পার্থিব জীবনে (৬৯) এবং পরকালে (৭০) আর আল্লাহ্ যালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন (৭১) এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

রুকূ' - পাঁচ

২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অকৃতজ্ঞতাবশতঃ পরিবর্তিত করেছে (৭২) এবং আপন সম্প্রদায়কে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে এনেছে?

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾

২৯. তা হচ্ছে দোযখ! তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং কতই নিকৃষ্ট আবাসস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

৩০. এবং আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করলো (৭৩) তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য। আপনি বলুন (৭৪), 'কিছু ভোগ করে নাও, তোমাদের পরিণাম আগুনই (৭৫)।'

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩১. আমার ঐসব বান্দাদেরকে বলুন, যারা ঈমান এনেছে, যেন তারা নামায কায়েম রাখে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে কিছু আমার পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে ঐ দিন আসার পূর্বে, যেদিন না সওদাগরী (৭৬) হবে, না বন্ধুত্ব (৭৭)।

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

টীকা-৭১. তারা কবরে 'মুনকার' ও 'নকীর'কে সঠিক জবাব দিতে পারে না এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবে এটাই বলে, "হায়! হায়! আমি জানিনা।" আসমান থেকে আহ্বান আসে, "আমার বান্দা মিথ্যুক। তার জন্য আগুনের বিছানা করে দাও, দোযখের পোশাক পরিয়ে দাও, দোযখের দিকে দরজা খুলে দাও।" তার গায়ে দোযখের গরম ও অগ্নিশিখা স্পর্শ করে। আর কবরও এতো সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, এক পাশের পাঁজর অপর পাশে এসে যায়। শাস্তি প্রদানকারী ফিরিশ্‌তাদেরকে তার উপর নিয়োগ করা হয়, যারা তাকে লোহার গদা দিয়ে প্রহার করে (আল্লাহ্ আমাদেরকে আশ্রয় দিন কবরের শাস্তি থেকে এবং আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন!)

টীকা-৭২. বোখারী শরীফের হাদীসে আছে- 'সেসব লোক' বলতে মক্কার কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর ঐ নি'মাত যার কৃতজ্ঞতা তারা প্রকাশ করেনি, তা হচ্ছে- 'আল্লাহর হাবীব বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বরকতময় অস্তিত্ব দ্বারা এ উম্মতকে ধন্য করেছেন এবং তাঁরই আপাদমস্তক বুযর্গীময় সাক্ষাতের সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য করেছেন। কাজেই, অপরিহার্য ছিলো এই মহান অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁরই অনুসরণ করে অধিক অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হওয়া। কিন্তু এর পরিবর্তে তারা অকৃতজ্ঞ হলো, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো এবং আপন সম্প্রদায়কে, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত ছিলো, ধ্বংসের ঘরে পৌঁছিয়ে দিলো।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ বোত্‌গুলোকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করলো।

টীকা-৭৪. হে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! ঐসব কাফিরকে যে, কিছুদিন পার্থিব প্রবৃত্তিগুলোর

টীকা-৭৫. পরকালে

টীকা-৭৬. যে, না ক্রয়-বিক্রয়; অর্থাৎ আর্থিক বিনিময় ও মুক্তিপণ ইত্যাদি দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে।

টীকা-৭৭. যে, তা থেকে উপকার লাভ করা যাবে; বরং বহু বন্ধু একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। এ আয়াতের মধ্যে স্বার্থ ভিত্তিক ও জন্মগত বন্ধুত্বের অস্তিত্বকে

অস্বীকার করা হয়েছে; আর ঈমানী ভালবাসা, যা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার কারণে গড়ে ওঠে, তা স্থায়ী থাকবে। যেমন 'সূরা যুখ্‌রুফ'-এর মধ্যে এরশাদ হয়েছে– اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ – অর্থাৎ– "বন্ধুরা সেদিন পরস্পর পরস্পরের শত্রু হবে, কিন্তু খোদাভীরুরা।"

টীকা-৭৮. এবং তা থেকে তোমরা উপকৃত হও;

টীকা-৭৯. যাতে সেগুলো থেকে তোমরা উপকার লাভ করো।

টীকা-৮০. না ক্ষান্ত হয়, না অচল হয়ে থাকে। তোমরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হও;

টীকা-৮১. বিশ্রাম ও কাজের জন্য।

টীকা-৮২. যে, কুফর ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে নিজেদের উপর অত্যাচারি করে। আর আপন প্রতিপালকের নি'মাত এবং তাঁর উপকারের হক স্বীকার করেনা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন– 'মানুষ' বলতে এখানে আবূ জাহ্‌লের কথা বুঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ বলেছেন– 'মানুষ' 'জাতিবাচক বিশেষ্য' এবং এখানে তা দ্বারা কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৮৩. মক্কা মুকাররমাহ্‌

টীকা-৮৪. যেন ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পৃথিবী ধ্বংস হবার সময় পর্যন্ত ধ্বংস থেকে এরা নিরাপদে থাকে, অথবা এই নগরবাসীরা নিরাপদে থাকে। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর এই দো'আ কবূল হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কা মুকার্‌রমাহ্‌কে ধ্বংস হওয়া থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং কেউ তা ধ্বংস করতে সক্ষম হতে পারেনি এবং সেটাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 'হেরম' করেছেন। ফলে, তাতে না কোন মানুষকে খুন করা যাবে, না কারো উপর যুলুম করা যাবে, না সেখানে কোন প্রাণীকে শিকার করা যাবে, না তৃণলতা কাটা যাবে।

টীকা-৮৫. নবীগণ (আলায়হিমুস সালাতু ওয়াস্ সালাম) মূর্তিপূজা ও সব ধরণের পাপ থেকে পবিত্র (নিষ্পাপ)। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর এই প্রার্থনা করা আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয় প্রকাশ ও অভাব প্রকাশ করার জন্যই; অর্থাৎ এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তুমি আমাকে নিজ করুণায় নিষ্পাপ করেছো, কিন্তু আমরা আপনার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি ভিক্ষার হাত প্রসারিত করছি।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝

৩২. আল্লাহ্‌ তিনিই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন; অতঃপর তা দ্বারা কিছু ফলমূল তোমাদের জীবিকার জন্য উৎপাদন করেছেন; এবং তোমাদের জন্য নৌযানকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে, সমুদ্রে বিচরণ করে (৭৮); এবং তোমাদের জন্য নদীসমূহকেও নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন (৭৯)।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

৩৩. এবং তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন, যেগুলো একই নিয়মে চলছে (৮০); এবং তোমাদের জন্য রাত ও দিনকে অনুগত করেছেন (৮১)।

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

৩৪. এবং তোমাদেরকে অনেক কিছু মৌখিক প্রার্থনার উপর প্রদান করেছেন এবং যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ গণনা করো, তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়, মানুষ বড় যালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ (৮২)।

রুকূ' – ছয়

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝

৩৫. এবং স্মরণ করুন! যখন ইব্রাহীম আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! এ শহর (৮৩)কে নিরাপদ করে দাও (৮৪) এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাসমূহের পূজা থেকে দূরে রাখো (৮৫)।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩৬. হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়, এসব প্রতিমা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে (৮৬); সুতরাং যে আমার সঙ্গ অবলম্বন করেছে (৮৭) সে তো আমারই; এবং যে আমার কথা অমান্য করেছে, তবে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু (৮৮)।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে যে, তারা সেগুলোর পূজা করতে আরম্ভ করেছে।

টীকা-৮৭. এবং আমার ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে;

টীকা-৮৮. ইচ্ছা করলে তুমি তাকে হিদায়ত করো এবং তাওবা করার শক্তি প্রদান করো।

টীকা-৮৯. অর্থাৎ এই উপত্যকায়, যার মধ্যে বর্তমানে সম্মানিত মক্কা অবস্থিত। আর 'বংশধর' দ্বারা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি সিরিয়া ভূমিতে (শামদেশে) হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্‌লীমাত-এর স্ত্রী হযরত 'সারাহ'-এর কোন সন্তান ছিলো না। এ কারণে তাঁর মনে ঈর্ষাভাব জন্মালো এবং তিনি হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে বললেন, "আপনি হাজেরা ও তাঁর সন্তানকে আমার নিকট থেকে পৃথক করে দিন!" আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত এটাকে একটা কারণ হিসাবে স্থির করলো। সুতরাং ওহী আসলো, "আপনি হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-কে ঐ পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যান; (যেখানে বর্তমানে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ অবস্থিত।) তিনি উভয়কেই বোরাক্বের উপর আরোহণ করিয়ে 'শামদেশ' (সিরিয়া) থেকে হেরমের পবিত্র ভূমিতে নিয়ে আসলেন এবং পবিত্র কা'বার নিকটে অবতারণ করলেন। ★

এখানে তখনকার দিনে না ছিলো কোন জনপদ, না কোন পানির প্রস্রবণ, না পানি। এক পাত্রে ছিলো কিছু খেজুর এবং এক পাত্র পানি তাঁদেরকে দিয়ে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। আর তিনি ফিরে তাঁদের দিকে একবারও দেখলেন না।

হযরত হাজেরা, হযরত ইসমাঈলের মাতা, আরয করলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে কি এই উপত্যকার মধ্যে কোন সাথী সঙ্গী ছাড়াই রেখে যাচ্ছেন?" কিন্তু তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না। এমন কি তাঁদের দিকে ফিরেও চাইলেন না। হযরত হাজেরা কয়েকবার এভাবে আরয করলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তখন তিনি আরয করলেন, "তাহলে কি আল্লাহ্‌ই আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?" তিনি বললেন, "হাঁ"। তা শুনে তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম চলে গেলেন এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাত তুলে ঐ প্রার্থনা করলেন, যা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত হাজেরা (আলায়হাস্ সালাম) আপন পুত্র হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালামকে দুধ পান করাতে লাগলেন। যখন ঐ (সংরক্ষিত) পানি শেষ হয়ে গেলো এবং পিপাসায় কাতর হয়ে গেলেন আর সাহেবজাদার কণ্ঠ শরীফও তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলো, তখন তিনি পানির তালাশে অথবা জনপদের তালাশে সাফা ও মারওয়ার মধ্য ভাগে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এমনিভাবে সাতবার প্রদক্ষিণ হলো। শেষ পর্যন্ত ফিরিশ্‌তার পাখার আঘাতে কিংবা হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর কদম মুবারকের আঘাতে এই শুষ্ক ভূমিতে একটা ঝরণার (ঝমঝম) সৃষ্টি হলো। আয়াতে 'সম্মানিত গৃহ' দ্বারা 'বায়তুল্লাহ'র কথা বুঝানো হয়েছে যা হযরত নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর তুফানের পূর্বে পবিত্র কা'বার স্থানেই ছিলো এবং তুফানের সময়ে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো।

সূরা ঃ ১৪ ইব্রাহীম ৪৭৩	পারা ঃ ১৩
৩৭. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে এমন এক উপত্যকায় বসবাস করালাম, যা'তে ক্ষেত হয়না– তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট (৮৯); হে আমার প্রতিপালক! এ জন্য যে, তারা (৯০) নামায কায়েম রাখবে। অতঃপর তুমি কিছু লোকদের হৃদয়কে তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও (৯১)	رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ
মানযিল – ৩	

হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের এই ঘটনা, তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর সংঘটিত হয়েছিলো। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার ঘটনার মুহূর্তে তিনি দো'আ করেন নি কিন্তু এই ঘটনার সময় তিনি দো'আ করলেন এবং কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে প্রার্থনা না করাও 'নির্ভরশীরতা'র পরিচায়ক এবং উত্তম। কিন্তু দো'আর মর্যাদা এর চেয়েও বেশী। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের শেষোক্ত ঘটনায় দো'আ করা এ কারণে ছিলো যে, তিনি পূর্ণতার বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথেই ছিলেন।

টীকা-৯০. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরগণ এ ক্ষেত-অনুপযোগী উপত্যকায় তোমার যিকর ও ইবাদতের মধ্যে মশগুল হবে এবং তোমারই সম্মানিত ঘরের পাশে

টীকা-৯১. যেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত ও বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আসে এবং তাদের অন্তরগুলোকে এই পবিত্র স্থানের যিয়ারতের প্রেরণায় আকর্ষণ করে। এতে ঈমানদারদের জন্য এই দো'আ রয়েছে যেন তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ সহজ হয়ে যায় এবং এখানে বসবাসকারী তাঁর বংশধরদের জন্য এই দো'আ ছিলো যেন তারা যিয়ারতের জন্য আগমনকারীদের দ্বারা উপকৃত হতে থাকে।

মোটকথা, এই দো'আ পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ধরণের বরকত সম্বলিত ছিলো। হযরতের দো'আ কবূল হলো। জুরহাম গোত্রের লোকেরা এ দিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় একটা পাখী দেখেছিলো। তখন তারা অবাক হয়ে গেলো এ ভেবে যে, 'ধূধূ মরুভূমিতে পাখী এলো কিভাবে? সম্ভবতঃ কোথাও পানির ঝরণার সৃষ্টি হয়েছে।' তালাশ করলো তখন দেখতে পেলো 'ঝমঝম' শরীফে পানি আছে। এটা দেখে তারা হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা)-এর

★ হযরত মাওলানা মুস্তাহসান ফারুকী 'আস্তানা-ই-দেহলী' নামক ম্যাগাজিনের মধ্যে তাঁর এক গবেষণামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, এই ঘটনার পেছনে প্রকৃতপক্ষে হযরত সারাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা)-এর কোন ঈর্ষামূলক ভূমিকা ছিলোনা। আর সৈয়্যদুনা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর মতো এক মহা-মর্যাদাবান, দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী (اولوالعزم) পয়গাম্বরেরা এক স্ত্রীর ঈর্ষাপূর্ণ ইঙ্গিতের বশবর্তী হয়ে আপন অপর স্ত্রীকে নির্বাসনে দেবেন তা কখনো কল্পনাও করা যায় না; বরং প্রথমতঃ খোদা-প্রেমের পরীক্ষা হিসেবে স্ত্রী ও পুত্রকে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে দেয়া হলেও এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনার মধ্যে পরবর্তীতে প্রথম কা'বাকে পুনরায় আবাদ করার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর অসংখ্য নি'মাত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। দ্বিতীয়তঃ তাঁর এ সাময়িক বেদনাদায়ক বিচ্ছেদকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এক ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা ও তাঁকে পরবর্তীদের জন্য আদর্শরূপে স্থির করা হয়।

নিকট সেখানে বসবাস করার অনুমতি চাইলো। তিনি এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, 'পানিতে তোমাদের দাবী থাকবে না।'

তারা সেখানে বসবাস করতে লাগলো। হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম যুবক হলেন। তখন তারা তাঁর মধ্যে যোগ্যতা ও খোদাভীরুতা দেখে তাদের খান্দানে তাঁর শাদী করিয়ে দিলেন। আর হযরত হাজেরা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো। এভাবেই হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের দো'আ কবূল হলো। তিনি দো'আয় এ কথাও বলেছিলেন–

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾

এবং তাদেরকে কিছু ফলমূল খেতে দাও (৯২), হয়ত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জানো যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি এবং আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন নেই যমীনে এবং না আসমানে (৯৩)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্দ্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায কায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকে (৯৪)। হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমার প্রার্থনা কবূল করে নাও।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ ع

৪১. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে (৯৫) ও সমস্ত মুসলমানকে, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।'

রুকূ' – সাত

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

৪২. এবং নিশ্চয় আল্লাহকে অনবহিত মনে করোনা যালিমদের কার্যকলাপ সম্পর্কে (৯৬)। তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন না, কিন্তু এমন দিনের জন্য, যে দিনে (৯৭) চক্ষুসমূহ বিস্তারিত (স্থির) হয়েই থাকবে;

مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. হঠাৎ ভীত-বিহ্বল হয়ে দৌড়ে বের হয়ে পড়বে (৯৮) আপন মাথা উঠানো অবস্থায় যে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরবে না (৯৯) এবং তাদের অন্তরসমূহে কোন স্থিরতা থাকবে না (১০০)।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

৪৪. এবং মানুষকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন (১০১)। যখন তাদের উপর শাস্তি আসবে তখন যালিমগণ (১০২) বলবে,

টীকা-৯২. তারই ফল যে, বিভিন্ন ঋতুর, যেমন– বসন্ত, হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও শীতের ফলমূল সেখানে একই সময়ে পাওয়া যায়।

টীকা-৯৩. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম আরেক সন্তানের জন্য দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করলেন। তখন তিনি তাঁর কৃতজজ্ঞা প্রকাশ করলেন। আর আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন–

টীকা-৯৪. কেননা, কিছু সংখ্যক লোকের সম্পর্কে তো তিনি আল্লাহ্‌র সংবাদ প্রদানক্রমে অবহিত ছিলেন যে, তারা কাফির হবে। এ কারণে কিছু সংখ্যক বংশধরের জন্য নামাযসমূহের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করার ও যত্নবান থাকার প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৯৫. ঈমান আনার শর্ত সাপেক্ষে অথবা 'মাতা-পিতা' দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৬. এতে মজলুমকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যালিম থেকে তার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবেন।

টীকা-৯৭. ভয়-ভীতির কারণে

টীকা-৯৮. হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম-এর দিকে, যিনি তাদেরকে হাশরের ময়দানের প্রতি আহবান করবেন

টীকা-৯৯. যাতে নিজেরা নিজেদেরকে দেখতে পায়

টীকা-১০০. তীব্র হতভম্বতা ও আতংকের কারণে। ক্বাতাদাহ বলেছেন, অন্তরসমূহ বক্ষস্থল থেকে বের হয়ে কণ্ঠে এসে আটকা পড়বে, না বাইরে আসতে পারবে, না আপন স্থানে ফিরে যেতে পারবে। অর্থ এ যে, সে দিনের ভয়ানক ভয় ও আতংকের এমনই অবস্থা হবে যে, মাথা উপরের দিকে ওঠে থাকবে, চোখগুলো খোলাই থেকে যাবে, অন্তর আপন স্থানে স্থির থাকতে পারবে না।

টীকা-১০১. অর্থাৎ কাফিরদেরকে ক্বিয়ামতের দিনের ভয় প্রদর্শন করুন।

টীকা-১০২. অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-১০৩. দুনিয়ায় পুনরায় প্রেরণ করো এবং

টীকা-১০৪. এবং তোমার তাওহীদ-এর উপর ঈমান আনবো

টীকা-১০৫. এবং আমাদের দ্বারা যেসব ভুল ত্রুটি হয়েছে সেটার প্রতিকার করবো। এর উপর তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হবে এবং বলা হবে-

টীকা-১০৬. দুনিয়ায়

টীকা-১০৭. আর তোমরা কি পুনরায় জীবিত হওয়া ও পরকালকে অস্বীকার করোনি?

টীকা-১০৮. কুফর ও অবাধ্যতার পাপ করে; যেমন নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়, 'আদ ও সামূদ গোত্রদ্বয় ইত্যাদি।

টীকা-১০৯. এবং তোমরা আপন চক্ষুদ্বয়ে তাদের বাসগৃহগুলোতে শাস্তির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ দেখেছো এবং তোমরা তাদের ধ্বংসের সংবাদ পেয়েছো। এসব কিছু দেখে ও জেনে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি এবং তোমরা কুফর থেকে নিবৃত্ত হওনি।

'হে আমাদের প্রতিপালক! কিছুকালের জন্য আমাদেরকে (১০৩) অবকাশ দিন যেন আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিই (১০৪) এবং রসূলগণের গোলামী করি (১০৫)।' তবে কি তোমরা পূর্বে (১০৬) শপথ করে বলতে না, 'আমাদেরকে দুনিয়া থেকে কোথাও সরে যেতে হবে না (১০৭)?'

رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿۴۴﴾

৪৫. এবং তোমরা তাদেরই ঘরগুলোতে বসবাস করতে, যারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিলো (১০৮) এবং তোমাদের নিকট খুবই সুস্পষ্ট হয়েছিলো- আমি তাদের সাথে কেমন করেছি (১০৯) এবং আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়েই বলে দিয়েছি (১১০)।

وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿۴۵﴾

৪৬. এবং নিশ্চয় তারা (১১১) নিজেদের সাধ্যমত চক্রান্ত করেছিলো (১১২) এবং তাদের চক্রান্ত আল্লাহ্‌র আয়ত্বাধীন রয়েছে এবং তাদের চক্রান্ত কিছুটা এমনই ছিলো না যে, তাতে এ পর্বত টলে যেতো (১১৩)।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۶﴾

৪৭. তুমি কখনো মনে করোনা যে, আল্লাহ্ আপন রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন (১১৪)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. যে দিন (১১৫) পরিবর্তিত করা হবে যমীনকে ঐ যমীন ব্যতীত; এবং আসমান-গুলোকেও (১১৬);

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ

টীকা-১১০. যাতে তোমরা পরবর্তী কর্মকাণ্ডের সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খল কলাকৌশল অবলম্বন করো, অনুধাবন করো এবং শাস্তি ও ধ্বংস থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করো।

টীকা-১১১. ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে ও কুফরকে সহায়তা করতে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে

টীকা-১১২. অর্থাৎ তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার অথবা বন্দী করার অথবা বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছিলো।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তের বিধানাবলী, যেগুলো আপন আপন শক্তি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অটল পাহাড়ের সমতুল্য। এটা অসম্ভবই যে, কাফিরদের চক্রান্ত ও তাদের কলা-কৌশল দ্বারা সে গুলোকে আপন অবস্থান থেকে টলাতে পারবে।

টীকা-১১৪. এটাতো সম্ভবপরই নয়। তিনি অবশ্যই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন এবং আপন রসূলের সাহায্য করবেন। তাঁদের দ্বীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।

টীকা-১১৫. 'এ দিন' দ্বারা ক্বিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৬. 'যমীন ও আসমানের পরিবর্তন'- প্রসঙ্গে তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত রয়েছেঃ

এক) সেগুলোর গুণাবলী পরিবর্তিত করা হবে। যেমন- পৃথিবী-পৃষ্ঠ একই তল বিশিষ্ট হয়ে যাবে; না সেটার উপর পাহাড়-পর্বত অবশিষ্ট থাকবে, না উচ্চ টিলাসমূহ; না গভীর গুহা থাকবে, না গাছপালা; না থাকবে অট্টালিকা, না কোন জনপদ। দেশ-মহাদেশের চিহ্ন এবং আসমানের বুকে কোন নক্ষত্রের অস্তিত্বও থাকবে না। আর চন্দ্র ও সূর্যের আলো একেবারে বিলীন হয়ে যাবে। এ'তো গুণাবলীর পরিবর্তন, সত্তার নয়।

দুই) আসমানি ও যমীনের সত্তাই বদলে যাবে। এই মাটির যমীনের স্থলে অন্য একটি রৌপ্যের যমীন হবে। বর্ণ হবে একেবারে সাদা ও স্বচ্ছ। সেটার উপর না কখনো কারো রক্তপাত ঘটানো হয়েছে- এমন হবে, না পাপাচার করা হয়েছে- এমন। আর আসমান হয়ে যাবে স্বর্ণের।

উপরোক্ত অভিমত দু'টি যদিও বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকটাই বিশুদ্ধ। পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করা যাবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে গুণাবলীতে পরিবর্তন আসবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে হিসাব-নিকাশের পর শেষোক্ত পরিবর্তন সংঘটিত হবে। এ'তে যমীন ও আসমানের সত্তাই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

টীকা-১১৭. আপন কবর থেকে

টীকা-১১৮. অর্থাৎ কাফিরগণকে

টীকা-১১৯. নিজেদের শয়তানদের সাথে আবদ্ধ থাকবে।

টীকা-১২০. কালো বর্ণের, দুর্গন্ধময়; যে গুলো থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আরো সজোরে প্রজ্বলিত হয়ে যাবে (মাদারিক ও খাযিন)

তাফসীর-ই-বায়দাভীতে উল্লেখ করা হয় যে, তাদের শরীরের উপর আলকাতরা লেপন করে দেয়া হবে। তখন তা জামার মতো হয়ে যাবে। সেটার জ্বালা ও সেটার রং-এর ভয় ও দুর্গন্ধের কারণে কষ্ট পাবে।

টীকা-১২১. ক্বোরআন শরীফ

টীকা-১২২. অর্থাৎ এসব আয়াত বা নিদর্শন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার 'তাওহীদ' (একত্ব)-এর প্রমাণাদি লাভ করবে। ★

****

টীকা-১. 'সূরা হিজর' মক্কী। এতে ৬টি রুকূ', ৯৯টি আয়াত, ৬৫৪টি পদ এবং ২৭৬০টি বর্ণ আছে। ★★

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

এবং সব লোক বের হয়ে দণ্ডায়মান হবে (১১৭) এক আল্লাহ্‌র সামনে, যিনি সবার উপর বিজয়ী (পরাক্রমশালী)।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং সেদিন আপনি অপরাধীদেরকে (১১৮) দেখবেন যে, তারা বেড়ীসমূহে একে অপরের সাথে শৃংখলিত হবে (১১৯)।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের জামাসমূহ হবে আলকাতরার (১২০) এবং তাদের মুখ-মণ্ডলগুলোকে আগুন আচ্ছন্ন করে নেবে।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫১. এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র পক্ষে হিসাব গ্রহণে কোন বিলম্বই হয় না।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. এটা (১২১) মানুষের নিকট নির্দেশ পৌঁছানো এবং এজন্য যে, এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হবে, এবং এজন্য যে, তারা এ কথা জেনে নেবে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য হন (১২২); এবং এজন্য যে, বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ মান্য করবে। ★

সূরা হিজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হিজর মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৯৯ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-রা।

এসব আয়াত হচ্ছে কিতাব ও সুস্পষ্ট ক্বোরআনের। ★★

★ 'সূরা ইব্রাহীম' সমাপ্ত।

★★ ত্রয়োদশ পারা সমাপ্ত।